Visit http://www.asram.org

যুদিথ

নেবুকাদ্‌নেজার ও আর্পাক্সাদের মধ্যে যুদ্ধ

১ নেবুকাদ্‌নেজার, যিনি মহানগরী নিনিভেতে আসিরীয়দের উপরে রাজত্ব করছিলেন, তাঁর রাজত্বকালের দ্বাদশ বছরে
আর্পাক্সাদ এক্‌বাতানায় মেদীয়দের উপরে রাজত্ব করছিলেন। ২ এই আর্পাক্সাদ এক্‌বাতানার চারদিকে এমন প্রাচীর
গাঁথলেন যার পাথরগুলো ছিল তিন হাত চওড়া ও ছ'হাত লম্বা; শেষে প্রাকারটা ষাট হাত উচ্চ ও পঞ্চাশ হাত চওড়া
হল। ৩ সমস্ত নগরদ্বারের গায়ে তিনি একশ' হাত উচ্চ ও মূলে ষাট হাত চওড়া দুর্গমিনার গাঁথলেন; ৪ নগরদ্বারগুলি
ছিল সত্তর হাত উচ্চ ও চল্লিশ হাত চওড়া, যেন তাঁর বীরযোদ্ধারা সেগুলির ভিতর দিয়ে একভাবেই যাওয়া-আসা
করতে পারে ও তাঁর পদাতিক সৈন্যদল শ্রেণী শ্রেণী অনুসারে সহজে দাঁড়াতে পারে।
৫ মোটামুটি সেইসময়ে নেবুকাদ্‌নেজার মহা সমতল ভূমিতে আর্পাক্সাদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালান—অর্থাৎ
সেই সমভূমিতে যা রাগাউয়ের অঞ্চলে অবস্থিত। ৬ তাঁর সমর্থনে এরা সকলে এল: পর্বতমালার সকল অধিবাসী,
ইউফ্রেটিস, টাইগ্রীস ও হিদাস্পের অঞ্চলের সকল অধিবাসী, এবং এলামীয়দের রাজা আরিওকের অধীন সেই সকল
মানুষ, যারা সেই সমভূমির বাসিন্দা। এভাবে কেলেউদ-সন্তানদের যুদ্ধের জন্য বহুজাতি এসে সমবেত হল।
৭ তখন আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার পারস্যের সকল অধিবাসীর ও পশ্চিম অঞ্চলগুলোর সকল অধিবাসীর
কাছে, অর্থাৎ সিলিসিয়া, দামাস্কাস, লেবানন, পূর্বলেবানন ও সমুদ্রতীরের সকল অধিবাসীর কাছে, ৮ এবং কার্মেল,
গিলেয়াদ ও উত্তর গালিলেয়ার এবং এস্‌দ্রেলোনের মহা-সমভূমির জাতিগুলির কাছে, ৯ সামারিয়ার ও তার
উপনগরগুলোর কাছে, যর্দনের ওপার থেকে যেরুসালেম, বেথানিয়া, খেলুস ও কাদেশ এবং মিশরের নদী পর্যন্ত,
এমনকি তাফানেস, রাম্‌সেস ও গোশেনের গোটা অঞ্চলের কাছে, ১০ তানিসের উত্তর অঞ্চলেরও কাছে ও মেম্ফিসের
কাছে, আরও, ইথিওপিয়া পর্যন্ত মিশরের সকল অধিবাসীরও কাছে দূত পাঠালেন। ১১ কিন্তু এই সকল অঞ্চলের
অধিবাসীরা আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের আহ্বান তুচ্ছ করে যুদ্ধে তাঁর পাশে নামল না; তারা তাঁকে ভয় পাচ্ছিল
না, কেননা তাদের মতে তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা তাঁর দূতদের খালি হাতে ও অসম্মান করেই
ফিরিয়ে দিল। ১২ তখন নেবুকাদ্‌নেজার এই সকল অঞ্চলের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং তাঁর সিংহাসনের ও
রাজ্যের দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন, তিনি অবশ্যই প্রতিশোধ নেবেন, হ্যাঁ, তিনি সিলিসিয়া, দামাস্কাস ও সিরিয়ার
অঞ্চলকে, মোয়াব দেশের সকল জাতিকে, আম্মোনীয়দের, গোটা যুদাকে, এবং দুই সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত মিশরের
সকল অধিবাসীকে খড়্গের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করবেন। ১৩ পরে, সপ্তদশ বছরে, তিনি ও তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত
আর্পাক্সাদ রাজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা করে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন; বন্যার মত আর্পাক্সাদের সৈন্যসামন্তকে, তাঁর
অশ্বারোহী বাহিনীকে ও সমস্ত রথ ভাসিয়ে দিলেন; ১৪ আর্পাক্সাদের সকল শহর হস্তগত করলেন, এক্‌বাতানা পর্যন্ত
গিয়ে তার দুর্গমিনার দখল করলেন, রাস্তায় রাস্তায় লুটপাট করলেন, ও নগরীর শোভা লজ্জায় পরিণত করলেন।
১৫ পরে তিনি রাগাউয়ের পর্বতমালায় আর্পাক্সাদকে বন্দি করলেন, ও তাঁর নিজের বর্শা দিয়ে তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়ে
একেবারে নিশ্চিহ্ন করলেন। ১৬ তখন তিনি, তাঁর সৈন্যদল, ও যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এক
বিপুল ভিড়—তারা সকলে দেশে ফিরে গেল; সেখানে তিনি ও তাঁর সৈন্যদল একশ' কুড়ি দিন ধরে আনন্দ-ফুর্তি ও
ভোজসভার মধ্যে সময় কাটালেন।

পশ্চিমে রণ-অভিযান

২ অষ্টাদশ বছরে, প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিনে, আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের প্রাসাদে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে,
তিনি সকল দেশের উপর প্রতিশোধ নেবেন, যেইভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। ২ তাঁর সকল পরিষদ ও সেনাপতিকে
কাছে আহ্বান করে তিনি তাদের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাসভায় বসে নিজেরই মুখে তাদের কাছে সেই দেশগুলির সমস্ত
শঠতা বিস্তারিত ভাবেই ব্যক্ত করলেন। ৩ তারা তখন এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কেউ রাজার আহ্বানে সাড়া দেয়নি,
তাকে শাস্তি দিয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করা হবে। ৪ মন্ত্রণাসভা শেষ হলে আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার যাঁকে কেবল
নিজেরই অধীনে রাখছিলেন, তাঁর সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি সেই অলোফের্নেকে ডেকে বললেন, ৫ 'সারা
পৃথিবীর প্রভু মহারাজ এই কথা বলছেন: দেখ, তুমি আমার অধিনায়ক রূপে বেরিয়ে পড়ে বীরযোদ্ধাদের সঙ্গে করে
নাও: এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য, ও অশ্বারোহী সহ বারো হাজার ঘোড়ার দল; ৬ তারপর পাশ্চাত্য সকল
দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও, কারণ সেই সকল অঞ্চল আমার আহ্বান অমান্য করেছে। ৭ ওদের সকলকে
তুমি দাসত্বের প্রমাণস্বরূপ মাটি ও জল প্রস্তুত করতে আজ্ঞা করবে, কারণ আমি ক্রোধে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার সৈন্যদলের পায়ে গোটা পৃথিবীর বুক আচ্ছাদিত করব এবং লুট করার জন্য ওদের সবকিছু আমার সৈন্যদলের
অধিকারে দেব। ৮ ওদের মধ্য থেকে যারা মারা পড়বে, তাদের মৃতদেহে ওদের সব উপত্যকা ভরে যাবে, এবং যত
জলস্রোত যত নদী তাদের লাশে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে যে, জল উপচে পড়বে; ৯ ওদের বন্দি সকলকে আমি
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তই ঠেলে দেব! ১০ তাই তুমি গিয়ে ওদের গোটা অঞ্চল আমার জন্য দখল কর, আর যখন ওরা
তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তখন তুমি ওদের শাস্তির দিন পর্যন্ত ওদের আমার জন্য ধরে রাখ। ১১ কিন্তু ওরা

প্রতিরোধ করলে তবে তোমার চোখ যেন দয়া না দেখায়: তোমার হাতে সঁপে দেওয়া দেশ জুড়ে তুমি ওদের সকলকে
মেরে ফেল ও সমস্ত কিছু লুটে নাও। ১২ কেননা, আমার জীবনের দিব্যি ও আমার রাজ্যের প্রতাপেরও দিব্যি—আমি
একথা বললাম, আমি একাজ নিজেরই হাতে সাধন করব! ১৩ তুমি কিন্তু সাবধান থাক: তোমার প্রভুর একটা কথাও
অবহেলা করো না, বরং ইতস্তত না করে আমার দেওয়া সমস্ত আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন কর।'

১৪ তাঁর প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অলোফের্নে সঙ্গে সঙ্গে আসিরিয়ার সৈন্যদলের সেনাপতিদের,
অধিনায়কদের ও নায়কদের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে সমবেত করলেন; ১৫ পরে যুদ্ধের জন্য সেরা যোদ্ধাদের গণনা
করলেন—যেইভাবে তাঁর প্রভু তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন: এদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার, উপরন্তু বারো
হাজার অশ্বারোহী তীরন্দাজ; ১৬ এদের সকলকে তিনি যুদ্ধ-বিন্যাস অনুসারে শ্রেণীভুক্ত করলেন। ১৭ মাল বহনের জন্য
তিনি বহু বহু উট, গাধা ও খচ্চর, এবং খাদ্য-সরবরাহের জন্য অগণ্য মেষ, বলদ ও ছাগ নিলেন। ১৮ আরও,
প্রত্যেকটি যোদ্ধার জন্য তিনি প্রচুর বরাদ্দ খাবার ও রাজার ভাণ্ডার থেকে আনা যথেষ্ট সোনা-রুপো বণ্টন করলেন।
১৯ পরে, নিজের রথগুলো, অশ্বারোহী ও সেরা পদাতিক সৈন্য দিয়ে পশ্চিম দেশ নিমজ্জিত করার জন্য তিনি ও তাঁর
সৈন্যদল, রাজা নেবুকাদ্‌নেজারের আগে আগে, রণ-অভিযানে রওনা হলেন। ২০ তাদের সঙ্গে এক বিপুল লোকারণ্য
যোগ দিল, তারা পঙ্গপাল ও পৃথিবীর ধুলার মত এমনই বহুসংখ্যক ছিল, যা তাদের মহাপরিমাণের জন্য গণনা করা
সম্ভব ছিল না।

২১ নিনিভে থেকে রওনা হয়ে তারা তিন দিন বেক্তিলেৎ সমভূমির দিকে চলল, পরে বেক্তিলেৎ থেকে এগিয়ে গিয়ে,
উত্তর সিলিসিয়ার বাঁ দিকে যে পর্বত রয়েছে, তার কাছাকাছি স্থানে শিবির বসাল। ২২ সেখান থেকে তাঁর সমস্ত
সৈন্যদলকে, পদাতিক সৈন্যকে, অশ্বারোহীকে ও রথ চালিয়ে অলোফের্নে পর্বতের দিকে চললেন। ২৩ পরে পুদ ও
লুদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তিনি রাস্‌সিস-সন্তানদের ও ইস্‌মায়েলীয় সকলকে বন্দি করে নিলেন: খেলেয়োনের
দক্ষিণে যে মরুপ্রান্তর, এরা তার অধিবাসী। ২৪ পরে ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে ও মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে চলে
আব্রোন খাদনদীর ধারে ও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যত সুরক্ষিত নগর ভূমিসাৎ করলেন; ২৫ পরে সিলিসিয়ার
সমস্ত অঞ্চল দখল করলেন; যে কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করত, তাদের সকলকে নিঃশেষে সংহার করলেন, এবং
আরাবিয়ার সম্মুখীন যে যাফেথ, তার দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চললেন, ২৬ মিদিয়ানীয়দের চারদিক থেকে
সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেললেন, তাদের সমস্ত তাঁবু পুড়িয়ে দিলেন, ও তাদের গোবাদি পশুকে লুট করে নিলেন।
২৭ আবার এগিয়ে চলে তিনি দামাস্কাসের সমভূমিতে নেমে এলেন: তখন গম কাটার সময়; তিনি তাদের সকল
খেতে আগুন লাগালেন, তাদের যত মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, তাদের সমস্ত
শহর লুট করলেন, তাদের সকল মাঠ ধ্বংস করলেন ও সকল যুবকদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেললেন। ২৮ তখন
সমুদ্রতীরের জাতিগুলির মধ্যে, সিদোন ও তুরসের জাতিগুলির মধ্যে, এবং সুর, অকিনার ও যাম্‌নিয়ার সকল জাতির
মধ্যে তাঁর বিষয়ে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। আজোতোর ও আস্কালোনের অধিবাসীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রণ-অভিযানে অগ্রসর অলোফের্নে

৩ এজন্য তারা শান্তি স্থাপন করার জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠাল; দূতেরা বলল, ২ 'দেখুন, আমরা মহান রাজা
নেবুকাদ্‌নেজারের দাস! আমরা আপনার সামনে লুটিয়ে পড়ি; আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার
করুন। ৩ দেখুন, আমাদের বাড়ি-ঘর, আমাদের গোটা অঞ্চল, গমের যত মাঠ, মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশু,
আমাদের তাঁবুগুলোর সমস্ত পশুধন, সবই আপনার হাতে; আপনার যেমন ইচ্ছা সেইমত করুন। ৪ আমাদের
শহরগুলোও ও তাদের অধিবাসী, দেখুন, সকলেই আপনার দাস: আপনি আসুন, যা ভাল মনে করেন, তাদের প্রতি
সেইমত ব্যবহার করুন।' ৫ আর সেই লোকেরা প্রকৃতপক্ষে অলোফের্নের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে তেমন
কথাই ব্যক্ত করল।

৬ তখন তিনি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে করে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যত দুর্গে তাঁর নিজের প্রহরী দল
মোতায়েন রেখে সেখান থেকে বাছাই করা যোদ্ধাকে সহকারী সৈন্যদল হিসাবে তুলে নিলেন। ৭ সেই সকল শহরের
লোকেরা ও চারদিকের গোটা অঞ্চল মালা নিয়ে ও খঞ্জনির সুরে নাচতে নাচতে তাঁকে স্বাগত জানাল। ৮ কিন্তু তিনি
তাদের সকল দেবালয় ধ্বংস করলেন ও সমস্ত পবিত্র গাছ কেটে ফেললেন, কেননা তাঁকে এমনটি করতে দেওয়া
হয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীর সকল দেবতাকে ধ্বংস করবেন, যেন সর্বজাতি কেবল নেবুকাদ্‌নেজারকেই পূজা করে
এবং সকল ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষ তাঁকেই ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে।

৯ এভাবে তিনি দোথানের কাছাকাছি অবস্থিত এস্‌দ্রেলোনের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন; তা যুদেয়ার মহাপর্বতমালার
সম্মুখীন একটা গ্রাম। ১০ তারা গেবা ও স্কুথপলিসের মধ্যস্থানে শিবির বসাল, এবং অলোফের্নে তাঁর সৈন্যদলের সমস্ত
লুণ্ঠিত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য সেখানে পুরো এক মাস থাকলেন।

এই পরিস্থিতিতে সতর্ক যুদেয়া

৪ যে সকল ইস্রায়েল সন্তান সমগ্র যুদেয়ায় বাস করছিল, তারা যখন শুনতে পেল, আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের
প্রধান সেনাপতি সেই অলোফের্নে অন্য জাতিগুলোর প্রতি কী না করেছিলেন, তাদের সকল মন্দির কীভাবেই না লুট
করেছিলেন এবং তাদের কেমন বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, ২ তখন অলোফের্নে এগিয়ে আসছেন বিধায়

তারা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, এবং যেরুসালেমের জন্য ও তাদের ঈশ্বর প্রভুর মন্দিরের জন্য কম্পান্বিত
হল। ৩ তাছাড়া তারা কেবল অল্পকাল আগেই বন্দিদশা থেকে ফিরে এসেছিল; এবং যুদেয়ায় লোকদের পুনর্বাসন,
পবিত্র পাত্রগুলি, যজ্ঞবেদি ও গৃহটি—যা কলুষিত হয়েছিল—তার পবিত্রীকরণ, এই সমস্ত কিছুও কেবল গতকালেরই
ঘটনা! ৪ তাই তারা সামারিয়ার গোটা অঞ্চল, কোনা, বেথ্-হোরন, বেল্‌মাইন, যেরিখো, খোবা, এসোরা ও
সালেম-উপত্যকার লোকদের সতর্ক করে দিল। ৫ তারা আগে থেকেই সবচেয়ে উচ্চ পর্বতগুলির চূড়া দখল করল,
সেখানকার গ্রামগুলিকে প্রাচীর-বেষ্টিত করল, ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করল, যেহেতু ঠিক সেসময়ে
ফসল-সংগ্রহ শেষ হয়েছিল। ৬ উপরন্তু প্রধান যাজক যোয়াকিম—তিনি সেসময়ে যেরুসালেমে বাস করছিলেন—
তিনি বেথুলিয়া ও বেতোমাস্থাইমের অধিবাসীদের কাছে পত্র পাঠালেন; এই শহর দু'টো এস্‌দ্রেলোনের সম্মুখীন,
দোথানের সমভূমির দিকে অবস্থিত। ৭ তিনি তাদের হুকুম দিলেন, যেন তারা পর্বতমালার প্রবেশপথ দখল করে,
কেননা সেইখান থেকে যুদেয়ার দিকে একমাত্র প্রবেশপথ ছিল; সেখানে শত্রু-সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করা সহজই
হবে, কেননা পথের সঙ্কীর্ণতার কারণে তারা সকলে দু'জন দু'জন করে চলতে বাধ্য হবে। ৮ প্রধান যাজক যোয়াকিম
ও গোটা ইস্রায়েল জাতির প্রবীণবর্গ যেরুসালেমে মন্ত্রণায় বসে যা আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই আজ্ঞা
অনুসারে কাজ করল।

প্রার্থনারত এক জাতি

৯ তখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহাভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, মহা তৎপরতার সঙ্গে সকলেই
নিজেদের নমিত করল। ১০ তারা, ও তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা, তাদের মেষ ও ছাগের পাল, ক্রীতদাস হোক
বা স্বাধীন মানুষই হোক প্রবাসী যত মানুষ কোমরে চটের কাপড় বাঁধল। ১১ যেরুসালেমে বাস করছিল ইস্রায়েলীয়
প্রতিটি পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে মন্দিরের সামনে প্রণিপাত করল, এবং মাথায় ছাই মেখে ও চটের কাপড়
পরে প্রভুর উদ্দেশে দু'হাত তুলল। ১২ তারা যজ্ঞবেদিটাকেও চটের কাপড়ে ঢেকে দিল, এবং সকলে মিলে ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের কাছে অবিরত চিৎকার করল; তাঁকে মিনতি জানাচ্ছিল, তিনি যেন এমনটি হতে না দেন যে, তাদের
ছেলেমেয়েদের নিঃশেষ ধ্বংসের হাতে পড়তে দেওয়া হয়, তাদের বধূরা লুটের বস্তু হয়, তাদের অধিকৃত শহরগুলো
বিলুপ্ত হয়, পবিত্রধাম কলুষিত হয় ও বিজাতীয়দের অবজ্ঞার বস্তু হয়ে যায়। ১৩ প্রভু তাদের এই চিৎকার শুনলেন,
তাদের ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বাস্তবিকই জনগণ সমগ্র যুদেয়া জুড়ে ও যেরুসালেমে সর্বশক্তিমান প্রভুর
পবিত্রধামের সামনে অনেক দিন থেকেই উপবাস করছিল। ১৪ প্রধান যাজক যোয়াকিম আর সেই অন্য সকল যাজক
যারা প্রভুর সামনে দাঁড়াত, এবং দিব্য উপাসনার সকল সেবক, সকলেই কোমরে চটের কাপড় বেঁধে চিরন্তন আহুতি,
মানতের যজ্ঞবলি ও জনগণের স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য উৎসর্গ করছিল। ১৫ ছাই-মাটিতে মাখা কিরীট মাথায় পরে তারা সমস্ত
শক্তি দিয়ে প্রভুকে ডাকত, যেন তিনি মঙ্গলের উদ্দেশে সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে দেখতে আসেন।

অলোফের্নের মন্ত্রণা-সভা

৫ ইতিমধ্যে আসিরিয়ার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নেকে এই খবর জানানো হল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে: তারা পার্বত্য যত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে, যত পর্বতচূড়ায় গড় স্থাপন করেছে, ও
সমতল ভূমিতে কতগুলো বাধা বসিয়েছে। ২ তিনি মহাক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং মোয়াবের সকল নেতাকে,
আম্মোনের সমস্ত অধিনায়ক ও সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোর সকল সমাজনেতাকে কাছে আহ্বান করে ৩ তাদের বললেন,
'হে কানানের মানুষ, তোমরা আমাকে একটু অবগত কর, এই জাতি পর্বতমালায় যার বসতি, তা কেমন জাতি? তারা
যে শহরগুলিতে বাস করে, সেগুলো কেমন? তাদের সৈন্যদের সংখ্যা কত? তাদের শক্তি ও তাদের তেজের উৎস
কী? তাদের সৈন্যদলের রাজা ও নেতা হিসাবে কে দাঁড়িয়েছে? ৪ পাশ্চাত্য জাতিগুলো যেমন করেছে, তারা
তেমনিভাবে আমার অপেক্ষায় থাকতে কেন রাজি হয়নি?'

৫ সকল আম্মোনীয়দের নেতা আকিওর তাঁকে উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসের মুখের উত্তর
মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আপনি এই যে জায়গায় আছেন, তার কাছাকাছি পর্বতমালার উপরে যে জাতি বাস করে, তার
সম্বন্ধে আমি আপনাকে সত্যকথা বলব, আপনার এই দাসের মুখ থেকে কোন মিথ্যা বের হবে না। ৬ এই জাতি
কাল্‌দীয়দের বংশধরদের নিয়েই গড়া। ৭ প্রথমে ওরা মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে বসতি করল, কারণ ওদের যে
পিতৃপুরুষেরা কাল্‌দীয়দের দেশে বসবাস করছিল, ওরা তাদের দেব-দেবীর অনুগামী হতে চাচ্ছিল না। ৮ ওরা তাদের
পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ত্যাগ করে স্বর্গেশ্বরকে উপাসনা করেছিল, সেই যে ঈশ্বরকে ওরা জানতে পেরেছিল। এজন্য
ওদের পিতৃপুরুষেরা নিজেদের দেব-দেবীর সামনে থেকে ওদের দূর করে দিল, আর ওরা মেসোপটেমিয়ায় আশ্রয়
নিয়ে সেখানে বহুদিন ধরে থাকল। ৯ কিন্তু যে দেশ ওদের আশ্রয় দিয়েছিল, ওদের ঈশ্বর সেই দেশ থেকে বেরিয়ে
যেতে ও কানান দেশে আসতে ওদের আজ্ঞা দিলেন। আর আসলে ওরা এখানে বসতি করল, এবং প্রচুর পরিমাণ
সোনা-রুপো ও গবাদি পশু অর্জন করে ধনবান হয়ে উঠল। ১০ তারপর, সমস্ত কানান দেশ দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত হওয়ায়
ওরা মিশরে গেল, এবং যতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখা হল, ওরা সেইখানে থাকল। এমনকি, সেখানে ওরা এমন বিপুল
এক লোকসমাজ হয়ে উঠল যে, ওদের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা আর সম্ভব হল না। ১১ কিন্তু মিশর-রাজ ওদের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তিনি ইট তৈরি করতে ওদের বাধ্য করলেন, ওদের নত করা হল, ক্রীতদাসেরই মত ওদের

সঙ্গে ব্যবহার করা হল। ১২ ওরা ওদের ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, আর তিনি সমগ্র মিশর দেশ এমন শাস্তি দানে
আঘাত করলেন, যার প্রতিকার ছিল না। সেজন্য মিশরীয়েরা নিজ দেশ থেকে ওদের দূর করে দিল। ১৩ ঈশ্বর ওদের
সামনে লোহিত সাগর শুষ্ক করে দিলেন ১৪ এবং সিনাই ও কাদেশ-বার্নেয়ার পথ দিয়ে ওদের চালনা করলেন।
মরুপ্রান্তরের যত অধিবাসীদের দূর করে দিয়ে ১৫ ওরা আমোরীয়দের দেশে বসতি করল, এবং ওদের শক্তি
হেশ্‌বোন-নিবাসীদের নিঃশেষ করে দিল; পরে যর্দন পার হয়ে ওরা এই সমস্ত পর্বত দখল করে নিল। ১৬ নিজেদের
সামনে থেকে ওরা কানানীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, সিখেমীয় ও সকল গির্গাশীয়কে দেশছাড়া করে বহু বছর ধরে
তাদের অঞ্চলে বসবাস করল। ১৭ প্রকৃতপক্ষে, যতদিন ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল না, ততদিন ওদের মধ্যে
সমৃদ্ধি ছিল, কেননা ওদের সঙ্গে যে ঈশ্বর, তিনি তো দুষ্কর্ম ঘৃণাই করেন। ১৮ কিন্তু, তিনি যে পথ ওদের জন্য নির্দিষ্ট
করেছিলেন, যখন ওরা তা ছেড়ে সরে গেল, তখন বহু যুদ্ধ-সংগ্রামে নিদারুণ ভাবেই পরাজিত হল, বন্দি অবস্থায়
বিদেশেই ওদের নিয়ে যাওয়া হল, ওদের ঈশ্বরের মন্দির ধূলিসাৎ করা হল, আর ওদের শহরগুলো ওদের শত্রুদের
হাতে পড়ল। ১৯ আচ্ছা, এখন ওদের ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে, যে সমস্ত জায়গা থেকে ওদের ছড়িয়ে দেওয়া
হয়েছিল, ওরা সেই সমস্ত জায়গায় ফিরে এসেছে; ওদের পবিত্রধাম যেখানে রয়েছে, সেই যেরুসালেমকে আবার
দখল করেছে, এবং যে সমস্ত পর্বত আগে জনশূন্য ছিল, ওরা সেইখানে বসতি স্থাপন করেছে। ২০ এখন, হে মহারাজ,
হে প্রভু আমার, এই জাতি তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে যদি তাদের মধ্যে কোন অপরাধ থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি
বুঝি যে, ওদের মধ্যে এই বাধা রয়েছে, তবে আসুন, এগিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। ২১ অন্যদিকে ওদের
লোকদের মধ্যে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে আমার প্রভু পিছটান দিন, পাছে তাদের ঈশ্বর যিনি, সেই প্রভু
তাদের ঢালস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান আর আমরা সারা পৃথিবীর সামনে তাচ্ছিল্যের বস্তু হই।'
২২ তখন এমনটি ঘটল যে, আকিওর এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাঁবুর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের
গোটা ভিড় অসন্তোষে গড়গড় করতে লাগল। অলোফের্নের অধিনায়কেরা, সমুদ্রতীরের সকল অধিবাসী ও
মোয়াবীয়েরা এমন হুমকি দিচ্ছিল যে তারা তাঁকে খণ্ড খণ্ড করবে। ২৩ তারা বলছিল, 'আমরা ইস্রায়েল সন্তানদের
সামনে নিশ্চয়ই ভীত হব না; দেখ, ওরা এমন জাতি, যার সৈন্যদল নেই, তীব্র হামলার সামনে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে
অক্ষম। ২৪ সুতরাং এসো, এগিয়ে চলি! হে নৃপতি অলোফের্নে, আপনার গোটা সৈন্যদল ওদের একেবারে গ্রাস
করবে।'

ইস্রায়েলীয়দের হাতে সমর্পিত আকিওর

৬ মন্ত্রণাসভায় যারা চারপাশে উপস্থিত ছিল, সেই লোকদের কোলাহল প্রশমিত হওয়ার পর আসিরিয়ার সৈন্যদলের
প্রধান সেনাপতি অলোফের্নে সেই বিদেশীদের সমগ্র জনসমাবেশের সামনে ও সকল মোয়াবীয়দের সামনে
আকিওরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ২ 'আকিওর, তুমি কে, আর এফ্রাইমের এই টাকায় কেনা-সৈন্যেরা কারা যে
আমাদের মধ্যে তুমি আজ নবীর মত ব্যবহার করছ, আর এমন চেষ্টা করছ যেন আমরা ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ
না করে পিছটান দিই? তুমি বলছ, তাদের ঈশ্বর ঊর্ধ্ব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। বেশ, নেবুকাদ্‌নেজার ছাড়া আর
কোন্‌ ঈশ্বরই বা আছেন? তিনি তাঁর নিজের শক্তি পাঠিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন, তখন তাদের
ঈশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। ৩ বরং আমরা, তার দাস এই আমরাই তাদের যেন একটামাত্র মানুষের মতই
ঝাঁটিয়ে দেব, কারণ আমাদের রণ-অশ্বের বলের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবেই না। ৪ আমরা তাদের নিজেদের
ঘরের মধ্যে তাদের পুড়িয়ে দেব, তাদের পাহাড়-পর্বত তাদের রক্ত খেয়ে মত্ত হয়ে উঠবে, তাদের যত মাঠ তাদের
মৃতদেহে ভরে যাবে, আমাদের সামনে তাদের পাদতলও দাঁড়াতে পারবে না; না, তারা সকলে বিনষ্ট হবে: এই কথা
সারা পৃথিবীর প্রভু স্বয়ং নেবুকাদ্‌নেজারই বলছেন। কেননা তিনি কথা বলেছেন, আর তাঁর কথা বৃথা বলে প্রমাণিত
হবেই না। ৫ আর তোমার বিষয়ে, আম্মোনের টাকায় কেনা-সৈন্য হে আকিওর, তুমি যে এই সমস্ত কিছু বলেছ তোমার
দুর্বিপাকের দিনে, তুমি আজ থেকে আমার মুখ আর দেখবে না, যতদিন না আমি মিশর থেকে আসা এই জাতের
মানুষদের উপর প্রতিশোধ নিই! ৬ তখন আমার সৈন্যদের অস্ত্র ও আমার বিপুল কর্মচারীদের বর্শা তোমার কোমর
ভেদ করবে। হ্যাঁ, আমি যখন ইস্রায়েলের দিকে মুখ ফেরাব, তখন তাদের মৃতদেহের মধ্যে তোমারও মৃত্যু হবে।
৭ আমার দাসেরা এখন তোমাকে পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে আমার যাত্রাপথের নিকটবর্তী কোন একটা শহরে ছেড়ে
দেবে; ৮ তাদের সর্বনাশের সহভাগী না হওয়া পর্যন্ত তুমি মরবে না। ৯ কিন্তু তুমি যদি মনে মনে আশা রাখ, তারা
ধরা পড়বে না, তবে তোমার চেহারা এত বিষণ্ন না হোক। আমি কথা বলেছি: আমার কোন কথা বৃথা যাবে না!'
১০ তখন অলোফের্নে, তাঁর তাঁবুতে যে দাসেরা সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের হুকুম দিলেন, যেন আকিওরকে ধরে
তারা বেথুলিয়ার দিকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে ছেড়ে দেয়। ১১ তাঁর দাসেরা তাঁকে ধরে শিবিরের
বাইরে নিয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে বেথুলিয়ার নিচে যে জলের উৎসধারা, সেখানে
এসে পৌঁছল। ১২ শহরের লোকেরা তাদের দেখতে পাওয়ামাত্র অস্ত্র ধারণ করে শহর থেকে বের হয়ে পর্বতচূড়ার
দিকে গেল, একই সময়ে সকল গুলতিওয়ালা তাদের উপরে পাথর ছুড়তে লাগল যেন তারা আরোহণ করতে না
পারে। ১৩ তাতে তারা আবার পর্বতের পাদতলে নেমে গিয়ে কোন রকম আশ্রয় পেল, এবং আকিওরকে বেঁধে
পর্বতের পাদতলে শোয়ানো অবস্থায় ফেলে রেখে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।

১৪ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শহর থেকে নেমে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, তাঁর বাঁধন খুলে দিল, ও তাঁকে
বেথুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে শহরের জননেতাদের সামনে উপস্থিত করল। ১৫ সেসময়ে প্রধানেরা ছিলেন সিমেয়োন গোষ্ঠীর
মিখার সন্তান উজ্জিয়া, গথোনিয়েলের সন্তান খাব্রিস ও মেল্কিয়েলের সন্তান খার্মিস। ১৬ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত
প্রবীণবর্গকে ডেকে পাঠালেন, এবং সকল যুবক ও স্ত্রীলোক দৌড়ে সমাবেশের জায়গায় এসে উপস্থিত হল। সেই সমস্ত
জনসমাবেশের মাঝখানে আকিওরকে দাঁড় করাবার পর উজ্জিয়া ঘটনার বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ১৭ তিনি,
অলোফের্নের মন্ত্রণাসভায় যা বলা হয়েছিল, সেই বিষয়ে তাঁদের সবকিছু জানালেন; অলোফের্নে আসিরীয় নেতাদের
মাঝে যা বলেছিলেন, এবং ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যা করবেন বলে বড়াই করেছিলেন, এই সমস্ত কথাও বর্ণনা
করলেন। ১৮ তখন গোটা জনগণ প্রণিপাত করে ঈশ্বরকে আরাধনা করল; তারা বলে উঠল: ১৯ 'স্বর্গেশ্বর প্রভু,
তাদের দর্পের দিকে চেয়ে দেখ, আমাদের জাতির অবমাননার বিষয়ে দয়া কর! যারা তোমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত,
আজ তাদের দিকে মুখ তুলে চাও।' ২০ পরে তারা আকিওরকে সান্ত্বনা দিল ও তাঁর মহাপ্রশংসাবাদ করল; ২১ সভা
শেষে উজ্জিয়া তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন ও সমস্ত প্রবীণবর্গের জন্য ভোজসভা দিলেন: সারারাত তাঁরা
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করলেন।

বেথুলিয়া অবরোধ

৭ পরদিন অলোফের্নে সমস্ত সৈন্যদলকে ও সহকারী-সৈন্য হিসাবে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকে
আদেশ করলেন, যেন বেথুলিয়ার দিকে রওনা হয়, এবং পর্বতের যত প্রবেশপথ দখল করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে শুরু করে। ২ সেদিন যুদ্ধ করতে উপযুক্ত সমস্ত লোক রণযাত্রায় যোগ দিল। তাদের সৈন্যসামন্তের মোট সংখ্যা
ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার পদাতিক সৈন্য ও বারো হাজার অশ্বারোহী, এদের কথা বাদে সেই বিপুল সংখ্যক
লোকের ভিড়ও ছিল, যারা মাল বাহনে নিযুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলত। ৩ তারা বেথুলিয়ার কাছাকাছি
উপত্যকায় জলের উৎসের কাছে শিবির বসিয়ে, বিস্তারে দোথান থেকে বেল্‌বাইম পর্যন্ত, এবং গভীরে বেথুলিয়া থেকে
এস্‌দ্রেলোনের সম্মুখীন কিয়ামোন পর্যন্ত সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করল।
৪ তেমন বিপুল সংখ্যা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একেবারে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল; একে অপরকে বলছিল, 'এরা
এবার সারা দেশকেই গ্রাস করবে। এদের ওজনে সর্বোচ্চ পর্বতও দাঁড়াতে পারবে না, সবচেয়ে গভীরতম উপত্যকাও
নয়, যত পাহাড়ও নয়!' ৫ তারা এক একজন নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিল, এবং যত মিনারের উপরে আগুন জ্বালিয়ে
সেদিন সারারাত ধরে প্রহরা দিল। ৬ দ্বিতীয় দিনে অলোফের্নে বেথুলিয়ায় থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে সমস্ত
অশ্বারোহী বাহিনীকে বের করে আনলেন, ৭ তাদের শহরের দিকে সমস্ত প্রবেশপথ লক্ষ করলেন, জলের উৎসধারার
স্থান পেয়ে তা দখল করলেন, এবং সেখানে চারদিকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের মোতায়েন রেখে মহাশিবিরে ফিরে
গেলেন। ৮ তখন সকল এসৌ-সন্তানদের সকল জননেতা, মোয়াবীয়দের সকল জনপ্রধান ও সমুদ্রতীরের সকল
সমাজনেতা তাঁর কাছে এসে বলল, ৯ 'আমাদের সেনানায়ক আমাদের কথা শুনুন, তবে আপনার সেনাদলকে কোন
ক্ষতি বহন করতে হবে না। ১০ এই জাতির মানুষেরা নিজেদের বর্শার উপরে নয়, পাহাড়পর্বতের উচ্চতার উপরেই
নির্ভর করে: তারা সেইখানে তো ওত পেতে রয়েছে; আর আসলে তাদের পর্বতচূড়ার নাগাল পাওয়া আদৌ সহজ
ব্যাপার নয়। ১১ সুতরাং, হে সেনানায়ক, সাধারণ সংগ্রামে যেমন লড়াই করা হয়, সেইমত আপনি সংগ্রাম করবেন
না, তাহলে আপনার সৈন্যদের একজনও মারা পড়বে না। ১২ আপনি নিজের শিবিরেই বসে থাকুন, আপনার সমস্ত
সৈন্যকেও সেখানে স্থির রাখুন, আর ইতিমধ্যে আপনার সহকারী যারা, তারাই গিয়ে, পর্বতের পাদতলে যে জলের
উৎসধারা নির্গত হয়, তা দখল করুক, ১৩ কেননা সেইখানে এসে বেথুলিয়ার সকল অধিবাসী জল তোলে; পিপাসাই
তাদের নগরকে সঁপে দিতে তাদের বাধ্য করবে; ইতিমধ্যে আমরা ও আমাদের লোকেরা কাছাকাছি পর্বতচূড়ায় উঠে
সেখানে ওত পেতে থাকব এবং নানা প্রহরী দল দেব যেন শহর থেকে কোন মানুষ বের হতে না পারে। ১৪ ক্ষুধাই
তাদের ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিঃশেষিত করবে, আর খড়্গ তাদের নাগাল পাওয়ার আগে তারা নিজেরাই তাদের
ঘরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় শুয়ে পড়বে। ১৫ এভাবে, তারা যে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও শান্তির মনোভাবে
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছে, এর জন্য আপনি তাদের ভয়ঙ্কর প্রতিফল দেবেন।'
১৬ তাদের এই প্রস্তাবে অলোফের্নে ও তাঁর পরিষদেরা প্রীত হলেন, আর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই প্রস্তাব-মত
কাজ করবেন। ১৭ তাই সেই অনুসারে মোয়াবীয়দের দল এগিয়ে গেল, ও তাদের সঙ্গে পাঁচ হাজার আসিরীয় যোগ
দিল: তারা উপত্যকায় ঢুকে ইস্রায়েল সন্তানদের জলের সমস্ত প্রণালী ও উৎসধারা দখল করল। ১৮ সেইসঙ্গে
এদোমীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা, দোথানের উল্টো দিকে যে পাহাড়, তার উপরে উঠে সেখানে ওত পেতে থাকল। তারা
তাদের কয়েকটা দলকে দক্ষিণ-পুবেও, এগ্রেবেলের উল্টো দিকে, পাঠাল; এই এগ্রেবেল খুইয়ের কাছাকাছি, মোখ্‌মুর
খাদনদীর ধারে অবস্থিত। আসিরীয়দের বাকি সৈন্যদল সমভূমির শিবিরেই থাকল: তারা গোটা অঞ্চল জুড়ে
একেবারে ঘন ঘন হয়ে বিস্তৃত ছিল। তাঁবু ও মালপত্র বিপুল এক রাশি বলে প্রতীয়মান ছিল, বস্তুত তারা ছিল
সীমাহীন এক লোকারণ্য।
১৯ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে চিৎকার করল, তাদের প্রাণ হতাশ হয়ে পড়েছিল, কেননা
শত্রুদল চারদিকেই তাদের ঘিরে ফেলেছিল; তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ২০ আসিরীয়
সৈন্যসামন্ত, তাদের পদাতিক সৈন্য, রথ ও অশ্বারোহী, তারা সকলে মিলে চৌত্রিশ দিন তাদের চারদিকে ঘিরে

থাকল; বেথুলিয়ার অধিবাসীদের সমস্ত পাত্র জলশূন্য ছিল, ২১ সমস্ত পুকুরও শূন্য হতে চলছিল, কোনও দিনও একটি
মানুষ তৃপ্তির সঙ্গে জল আর খেতে পারল না, কেননা নিরূপিত পরিমাণেই জল সরবরাহ করা হত। ২২ তাদের ছোট
ছেলেরা নিঃশেষিত হতে লাগল, স্ত্রীলোকেরা ও তরুণেরাও পিপাসায় দুর্বল হয়ে শহরের রাস্তা-ঘাটে পড়তে লাগল;
তাদের মধ্যে আর তেজটুকু রইল না।
২৩ তখন যুবকেরা, স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা, গোটা জনগণই ভিড় করে উজ্জিয়ার কাছে ও শহরের
জননেতাদের কাছে এসে চিৎকার করতে করতে প্রবীণবর্গের সামনে বলে উঠল: ২৪ ‘আমাদের ও আপনাদের মধ্যে
প্রভুই বিচারক হোন, কেননা আসিরীয়দের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব অস্বীকার করে আপনারাই এত ভারী অমঙ্গল
ঘটিয়েছেন। ২৫ আমাদের সাহায্য করবে, এখন আর কেউ নেই, কেননা ঈশ্বর ওদের হাতে আমাদের তুলে দিয়েছেন,
যেন আমরা পিপাসা ও তীব্র যন্ত্রণায় ওদের সামনে নিঃশেষিত হয়ে পড়ি। ২৬ ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ডেকে
আনুন; গোটা নগরীকে অলোফের্নের লোকদের হাতে ও তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের হাতে লুটপাটের জন্য তুলে দেওয়া
হোক; ২৭ বস্তুত পিপাসায় মরার চেয়ে ওদের লুণ্ঠিত সম্পদ হওয়াই আমাদের পক্ষে ভাল; ওদের দাস হব বই কি,
কিন্তু আমাদের প্রাণ কমপক্ষে বাঁচবে, এবং নিজেদের চোখে আমাদের বালকদের মৃত্যু দেখতে বাধ্য হব না,
আমাদের স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদেরও প্রাণত্যাগ করতে দেখব না। ২৮ আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ, পৃথিবী ও
আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রভু আমাদের সেই ঈশ্বরকেই সাক্ষীরূপে আহ্বান করছি, যিনি আমাদের পাপের জন্য ও
আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন, তিনিই যেন আজকের মত এমন অবস্থায় আমাদের
আর ফেলে না রাখেন।’ ২৯ তখন জনসমাবেশের মধ্যে তিক্ত ক্রন্দন উঠল; তারা তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে জোর
গলায় চিৎকার করে মিনতি করতে লাগল।
৩০ উজ্জিয়া তাদের উদ্দেশ করে বললেন, ‘ভাই সকল, সাহস ধর; এসো, আমরা আর পাঁচ দিন দাঁড়াই, এই
সময়ের মধ্যে আমাদের ঈশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি আবার তাঁর দয়া দেখাবেন, কেননা তিনি যে শেষ পর্যন্তই আমাদের
ত্যাগ করবেন, তা সম্ভব হতে পারে না। ৩১ কিন্তু, এই দিনগুলি শেষে যদি কোন সাহায্য না আসে, তবে আমি
তোমাদের কথামত কাজ করব।’ ৩২ তাই বলে তিনি লোকদের যে যার এলাকায় বিদায় দিলেন: স্ত্রীলোকদের ও
ছেলেমেয়েদের ঘরে পাঠিয়ে পুরুষেরা নগরপ্রাচীর ও দুর্গগুলোর উপরে গেল। নগরী জুড়ে মহা হতাশা বিরাজ
করছিল।

যুদিথ

৮ সেসময়ে যুদিথ অবস্থাটার কথা জানতে পারলেন। তিনি ছিলেন মেরারির কন্যা, মেরারি ছিলেন অক্সের সন্তান,
অক্স যোসেফের সন্তান, যোসেফ অজিয়েলের সন্তান, অজিয়েল এল্কিয়ার সন্তান, এল্কিয়া আনানিয়াসের সন্তান,
আনানিয়াস গিদিয়োনের সন্তান, গিদিয়োন রাফাইমের সন্তান, রাফাইম আহিটুবের সন্তান, আহিটুব এলিয়ার সন্তান,
এলিয়া হিল্কিয়ার সন্তান, হিল্কিয়া এলিয়াবের সন্তান, এলিয়াব নাথানায়েলের সন্তান, নাথানায়েল সালামিয়েলের সন্তান,
সালামিয়েল সারাসাদাইয়ের সন্তান, সারাসাদাই ইস্রায়েলের সন্তান। ২ যুদিথের স্বামী মানাসে ছিলেন তাঁর নিজের
গোষ্ঠীর ও গোত্রের মানুষ; তিনি যব কাটার সময়ে মারা গেছিলেন। ৩ যারা মাঠে আটি বাঁধছিল, তিনি তাদের সরদারি
করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মাথা জ্বলন্ত তাপে আঘাতগ্রস্ত হয়েছিল; তিনি শয্যা নিতে বাধ্য হলেন ও বেথুলিয়াতে,
তাঁর নিজের নগরীতে, তাঁর মৃত্যু হল; পরে, দোথান ও বালামোনের মধ্যস্থানে যে মাঠ, সেই মাঠে তাঁর
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। ৪ বৈধব্য পালন করে যুদিথ তিন বছর চার মাস বাড়ির মধ্যে রইলেন।
৫ বাড়ির ছাদে নিজের জন্য ছোট একটা কক্ষ তৈরি করিয়েছিলেন; কোমরে চট বেঁধে রাখতেন ও বিধবা-উপযুক্ত
পোশাক পরতেন। ৬ তিনি যেদিন বিধবা হয়েছিলেন, সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন উপবাস করতেন: কেবল সাব্বাতের
পূর্বসন্ধ্যায়, সাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যার পূর্বসন্ধ্যায়, অমাবস্যার দিনে, সমস্ত পর্বদিনে ও ইস্রায়েলকুলের আনন্দ-দিনে
করতেন না। ৭ তিনি ছিলেন সুন্দরী ও রূপবতী; উপরন্তু তাঁর স্বামী মানাসে তাঁর জন্য সোনা-রুপো, দাস-দাসী,
মেষপাল ও জমা-জমি রেখে গেছিলেন; তাই তিনি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবনযাপন করছিলেন। ৮ তাঁর বিষয়ে
কেউই নিন্দাজনক কোন কথা বলতে পারত না, কেননা যুদিথ ঈশ্বরকে খুবই ভয় করতেন।

যুদিথ ও প্রবীণবর্গ

৯ সুতরাং, জলের অভাবে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ে জননেতাদের কাছে কেমন তিক্ত কথায় অসন্তোষ ব্যক্ত
করেছিল, উজ্জিয়া তাদের কেমন উত্তর দিয়েছিলেন, আরও, তিনি যে পাঁচ দিন পরে নগরীকে আসিরীয়দের হাতে
তুলে দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, এই সমস্ত কথা শুনে ১০ যুদিথ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশেষ দাসীকে—যার উপর
তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার ছিল—শহরের প্রবীণ সেই খাব্রিস ও খার্মিসকে ডেকে পাঠালেন। ১১ তাঁরা এলে তিনি
তাঁদের বললেন, ‘বেথুলিয়ার জননেতারা, আমার কথা শুনুন। আপনারা আজ লোকদের কাছে যেভাবে কথা বলেছেন,
তা ঠিক নয়; এমনকি, প্রভু যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সাহায্যে না আসেন, আপনারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ
করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা আমাদের শত্রুদের হাতে শহরটি তুলে দেবেন! ১২ আপনারা কে যে
আজকের এই দিনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছেন? এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনারা কে যে ঈশ্বরের মাথায় উঠেছেন?
১৩ হায় রে, আপনারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে যাচাই করছেন! অথচ আপনারা কিছুই বোঝেন না, এখনও নয়, কখনও

নয়! ১৪ আপনারা যখন মানুষের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখতে ও তার মনের চিন্তাও বুঝতে অক্ষম, তখন যিনি এইসব
কিছুর নির্মাতা, আপনারা কেমন করে তাঁকে তলিয়ে দেখতে, তাঁর চিন্তা জানতে, বা তাঁর সঙ্কল্প বুঝতে পারবেন? না,
ভাই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবেন না! ১৫ এই পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের সাহায্য করতে না চাইলেও
তবু তিনি যে দিন ইচ্ছা করেন, সেই দিনগুলিতে আমাদের রক্ষা করার, আবার আমাদের শত্রুর হাত দ্বারা আমাদের
বিনাশ ঘটাবারও তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে! ১৬ কিন্তু আমাদের ঈশ্বর প্রভুর পরিকল্পনার বিষয়ে জামিন দাবি করার
অধিকার আপনাদের নেই, কেননা তিনি এমন মানুষের মত নন, যাকে হুমকি দেওয়া যেতে পারে, এমন
মানবসন্তানের মতও নন, যার উপর চাপ দেওয়া যেতে পারে। ১৭ বরং, পরিত্রাণ ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে করতে,
আসুন, আমরা তাঁর কাছে মিনতি জানাই যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন। তিনি প্রীত হলে আমাদের চিৎকার
শুনবেন।
১৮ আর সত্যিই, আমাদের এই বর্তমান যুগে আর আজও আমাদের মধ্যে এমন গোষ্ঠী, বা গোত্র, বা গ্রাম বা নগর
নেই, যা অতীতকালে যেমন ঘটেছিল, তেমনি মানুষের হাতে তৈরী দেবতাদের পূজা করেছে; ১৯ সেই কারণেই
আমাদের পিতৃপুরুষদের খড়্গ ও বিনাশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল আর তাঁরা তাঁদের শত্রুদের হাতে শোচনীয়
অবস্থায় পড়েছিলেন। ২০ কিন্তু আমরা, আমরা তো তাঁকে ছাড়া অন্য ঈশ্বরকে মানি না, আর এজন্য এই আশা রাখি
যে, তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না। ২১ বস্তুত আমরা
হস্তগত হলে গোটা যুদেয়াও হস্তগত হবে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলিকেও লুট করা হবে, আর ঈশ্বর আমাদেরই
রক্তপাতে তেমন অপবিত্রীকরণের জবাবদিহি চাইবেন। ২২ হ্যাঁ, আমাদের ভাইদের হত্যাকাণ্ড, দেশের বন্দিদশা,
আমাদের উত্তরাধিকারের বিনাশ, এই সমস্ত কিছু ঈশ্বর আমাদেরই মাথার উপরে সেই সকল বিজাতীয়দের মাঝে
নামিয়ে আনবেন, যাদের দাস আমাদের হতে হবে; তাতে আমরা আমাদের সেই প্রভুদের চোখে লজ্জা ও অবজ্ঞার
বস্তু হব; ২৩ কেননা আমাদের আত্মসমর্পণ আমাদের প্রতি তাদের কোন প্রসন্নতা জয় করবে না; না, আমাদের ঈশ্বর
প্রভু আমাদের আত্মসমর্পণকে আমাদের অসম্মানেরই বিষয় করবেন। ২৪ সুতরাং, ভাই, আসুন, আমাদের ভাইদের
কাছে একটা আদর্শ দেখাই, কেননা তাদের জীবন আমাদের উপরেই নির্ভর করে, এবং পবিত্রধাম—গৃহ ও
যজ্ঞবেদি—তাও আমাদের উপর ভর করে দাঁড়ায়।
২৫ ব্যাপারটা যখন তেমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আসুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি
আমাদের পিতৃপুরুষদের যেমন পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি এখন আমাদেরই পরীক্ষা করছেন। ২৬ আব্রাহামের প্রতি
তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, ইসায়াককে কেমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, মামা লাবানের মেষপাল
চরাবার সময়ে সিরিয়ার মেসোপটেমিয়ায় যাকোবের প্রতি যে কীনা ঘটেছে—এই সমস্ত কথা স্মরণ করুন। ২৭ কেননা
তিনি যেমন তাঁদের হৃদয় যাচাই করার জন্যই তাঁদের বেলায় তেমন হাপর নিরূপণ করেছিলেন, তেমনি এখন এসব
কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন না; এই সমস্ত কিছুর লক্ষ্য হল সংশোধন, কেননা তাঁর কাছের মানুষ যারা,
প্রভু তাদের আঘাত করেন।'
২৮ তখন উজ্জিয়া তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, তা সরল হৃদয় দিয়েই বলেছ; এমন কেউ
নেই যে তোমার একটা কথায়ও বিমত হতে পারে। ২৯ কেননা তোমার প্রজ্ঞা শুধু আজ থেকে প্রকাশ্য নয়, তোমার
দিনগুলির শুরু থেকেই বরং গোটা জাতি তোমার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা জানতে পেরেছে।
৩০ কিন্তু তবুও লোকেরা তীব্র তেষ্টার জ্বালায় ভুগছিল বিধায় তেমন ব্যবহারে আমাদের বাধ্য করেছে, ফলে
আমরা সেইভাবে ব্যবহার করলাম, সেইভাবে কথাও বললাম, এমন শপথও আপন করে নিলাম যা কখনও লঙ্ঘন
করতে পারব না। ৩১ কিন্তু তুমি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তুমি তো ধর্মপ্রাণ মহিলা, তবে প্রভু আমাদের কুয়ো
ভরিয়ে দিতে জল পাঠাবেন, ফলে আমরা আর নিঃশেষিত হব না।' ৩২ যুদিথ তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা
শুনুন, আমি এমন কর্মকীর্তি সাধন করতে অভিপ্রায় করছি, যার স্মৃতি আমাদের জাতির সন্তানদের কাছে যুগের পর
যুগ সম্প্রদান করা হবে। ৩৩ আজ রাতে আপনাদের নগরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আমি আমার দাসীর সঙ্গে বেরিয়ে
যাব। আপনারা যে নির্দিষ্ট দিনের পরে শহরটা শত্রুহাতে তুলে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দিনগুলির মধ্যে
প্রভু আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন। ৩৪ আপনারা কিন্তু আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে অযথা জিজ্ঞাসা
করবেন না; কেননা আমি যা করবার অভিপ্রায় করছি, তার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলব না।' ৩৫ তখন উজ্জিয়া
ও জননেতারা উত্তর দিলেন, 'শান্তিতে যাও! প্রভু তোমার পাশে পাশে থাকুন, যেন তুমি আমাদের শত্রুদের উপরে
প্রতিশোধ নিতে পার।' ৩৬ তখন তাঁরা তার তাঁবু ছেড়ে যে যার জায়গায় গেলেন।

যুদিথের প্রার্থনা

৯ তখন যুদিথ উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; মাথায় ছাই ছড়ালেন, নিচে যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, অন্য
কাপড় খুলে শুধু সেই চটের কাপড়ই পরে থাকলেন; সেসময়ে যেরুসালেমে ঈশ্বরের গৃহে সান্ধ্য ধূপ উৎসর্গ করা
হচ্ছিল। যুদিথ তখন জোর গলায় প্রভুর কাছে চিৎকার করে বললেন, ২ 'হে প্রভু, হে আমার পিতৃপুরুষ সিমেয়োনের
ঈশ্বর, তুমি বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের খড়্গ তাঁর হাতে দিয়েছ, তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা একটি কুমারীর
বন্ধনী খুলে দিয়ে তাকে লজ্জায় অভিভূত করেছিল, তার কোমর অনাবৃত করে তাকে অসম্মানের মধ্যে ফেলেছিল ও
তার গর্ভ কলুষিত করে তাকে দুর্নামের বস্তু করেছিল। তুমি বলেছিলে, তেমন কর্ম করতে নেই! কিন্তু তারা তাই

করেছিল। ৩ এজন্য তুমি তাদের জননেতাদের মৃত্যুর হাতে, ও তাদের ছলনায় কলঙ্কিত তাদের সেই বিছানা রক্তের
হাতে তুলে দিয়েছ; তুমি দাসদের তাদের কর্তাদের সঙ্গে, ও কর্তাদের তাদের অনুচারীদের সঙ্গে আঘাত করেছ।
৪ তুমি এমনটি হতে দিয়েছ, যেন তাদের বধূরা লুটের হাতে পড়ে, তাদের কন্যারা দাসত্বের অধীন হয়, ও তাদের
সমস্ত সম্পদ তোমার প্রীতিভাজন সন্তানদের মধ্যে ভাগ করা হয়; কারণ এরা তোমার প্রতি ধর্মাগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে
তাদের রক্তের কলুষে ঘৃণাবোধ করেছিল ও তোমার কাছে চিৎকার করে তোমার সহায়তা প্রার্থনা করেছিল। হে ঈশ্বর,
ঈশ্বর আমার, এই বিধবার কথাও এখন শোন। ৫ কেননা অতীতে যা কিছু ঘটেছে, এখন যা কিছু ঘটছে, ও
পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটবে, তা তুমিই আগে থেকে নিরূপণ করেছ। যা ঘটবে ও যা ঘটছে, তা তুমিই নির্ধারণ
করেছ; যা কিছু ঘটেছে, তা তুমিই পরিকল্পনা করেছিলে। ৬ তোমার দ্বারা যা কিছু নিরূপণ করা হয়, সেইসব কিছু
এসে উপস্থিত হয়ে বলল, এই যে আমরা! কারণ তোমার সকল পথ আগে থেকে নিরূপিত, ও তোমার বিচারগুলি
আগে থেকে নির্ধারিত। ৭ দেখ, আসিরীয়েরা নিজেদের সৈন্যদলকে আরও বড় করেছে, নিজেদের অশ্ব ও
অশ্বারোহীদের নিয়ে গর্ব করে, তাদের পদাতিক সৈন্যদের বলের বিষয়ে বড়াই করে, ঢাল ও বর্শা, ধনুক ও ফিঙের
উপরে ভরসা রাখে, কিন্তু একথা জানে না যে, তুমিই সেই প্রভু, যিনি যুদ্ধ ছিন্নভিন্ন করেন; ৮ প্রভুই তোমার নাম।
তোমার পরাক্রমে তাদের বল ভেঙে দাও, তোমার ক্রোধে তাদের প্রতাপ উল্টিয়ে দাও: তারা তো কল্পনা করছে,
তোমার পবিত্র স্থানগুলি কলুষিত করবে, সেই আবাস কলুষিত করবে যেখানে বিরাজে তোমার গৌরবময় নাম,
তোমার বেদির শৃঙ্গ লোহা দিয়ে ভূপাতিত করবে। ৯ দেখ তাদের গর্ব! তাদের মাথার উপরে নামিয়ে আন তোমার
রোষ; আমি যা করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা করার শক্তি এই বিধবাকে দান কর। ১০ আমার প্রতারণাময় ওষ্ঠ দিয়ে
দাসকে তার মনিব-সহ ও মনিবকে তার পরিষদ-সহ ভূপাতিত কর; একটি নারীর হাত দ্বারা তাদের আস্ফালন ভেঙে
ফেল। ১১ কেননা তোমার বল সংখ্যায় নির্ভর করে না, তোমার প্রতাপও অস্ত্রসজ্জিতদের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় না;
তুমি বরং বিনম্রদেরই ঈশ্বর, অত্যাচারিতদের সহায়, দুর্বলদের অবলম্বন, পরিত্যক্তদের আশ্রয়, আশাভ্রষ্টদের
পরিত্রাতা। ১২ দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, হে আমার পিতার ঈশ্বর, হে তোমার উত্তরাধিকার সেই ইস্রায়েলের
ঈশ্বর, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, হে জলরাশির স্রষ্টা, হে নিখিল সৃষ্টজীবদের রাজা, আমার প্রার্থনা শোন; ১৩ যারা তোমার
সন্ধি ও তোমার পবিত্র গৃহ, তোমার উচ্চ গিরি সিয়োন ও তোমার সন্তানদের গৃহের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর চক্রান্ত আঁটছে,
আমাকে এমন প্রতারণাময় জিহ্বা দাও, আমি যেন তাদের আঘাত ও চূর্ণ করতে পারি। ১৪ তোমার গোটা জনগণের
কাছে ও সকল গোষ্ঠীর কাছে এমন প্রমাণ দাও যে, তুমিই প্রভু, তুমিই সমস্ত পরাক্রম ও সমস্ত প্রতাপের ঈশ্বর; এবং
ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করবে, তুমি ছাড়া আর এমন কেউই নেই।'

শত্রু-শিবিরে যুদিথ

১০ যুদিথ এইভাবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানালেন। প্রার্থনা শেষ করে ২ তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে
তাঁর সেই দাসীকে ডেকে বাড়ির সেই ঘরে নেমে গেলেন, যেখানে থেকে সাব্বাৎ ও পর্বোৎসব কাটাতেন। ৩ যে চটের
কাপড় পরে ছিলেন, এখানে এসে তা খুলে দিলেন, বিধবার পোশাকও ছেড়ে দিলেন, তারপর স্নান করে সর্বাঙ্গে ঘন
সুগন্ধি তেল মাখলেন, এবং মাথার চুল দু'ভাগ করে মাথায় ভূষণটি দিলেন। পরে, তাঁর স্বামী মানাসে জীবিত থাকতে
তিনি যে পোশাক পরতেন, পর্বীয় সেই পোশাক পরে নিলেন; ৪ পায়ে জুতো দিলেন, গলায় হার দিলেন এবং চুড়ি,
আঙটি, মাকড়ি ও ঘরে তাঁর যত অলঙ্কার ছিল, তা পরে নিয়ে নিজেকে এমন সুন্দরী করলেন যে, পথে দেখা পাওয়া
যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ৫ শেষে তাঁর দাসীর হাতে আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার ভিস্তি ও একটা
তেলের পাত্র দিলেন, এবং ঝলসানো ময়দা, শুকনো ডুমুরফল ও শুদ্ধ রুটিতে একটা থলি ভরে এইসব পাত্র আটিতে
বেঁধে দাসীর মাথায় দিলেন। ৬ তখন তাঁরা বেথুলিয়ার নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়ে সেখানে উজ্জিয়াকে পেলেন;
তিনি খাব্রিস ও খার্মিস নগরীর এই দু'জন প্রবীণের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন; ৭ তাঁরা যখন দেখলেন, যুদিথের চেহারা
ভিন্ন ও তাঁর পোশাক অন্য রকম, তখন তাঁর সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হলেন; তাঁকে বললেন: ৮ 'আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনুগ্রহে ঘিরে রাখুন! ইস্রায়েল সন্তানদের গৌরবে ও যেরুসালেমের মহাগৌরবে
তিনি তোমার সঙ্কল্প সাফল্যমণ্ডিত করুন।' ৯ যুদিথ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন; পরে তাঁদের বললেন,
'আমার জন্য নগরদ্বার খুলে দেওয়া হোক; আপনারা আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা বাণী জানিয়েছেন, তা সফল করতে
বেরিয়ে যাব।' যুদিথ যেমন চাচ্ছিলেন, তাঁরা সেইমত যুবকদের নগরদ্বার খুলে দিতে হুকুম দিলেন। ১০ দ্বার খুলে
দেওয়া হলে যুদিথ বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কেবল তাঁর সেই দাসী গেল। তিনি পর্বত থেকে নেমে যেতে যেতে
নগরীর লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল যে পর্যন্ত যুদিথ উপত্যকা পেরিয়ে গেলেন; তারপর তারা আর তাঁকে
দেখতে পেল না।
১১ তাঁরা উপত্যকার পথ ধরে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় আসিরিয়ার এক প্রহরী দল তাঁদের
দিকে এগিয়ে এল। ১২ তারা তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ পক্ষের মানুষ? কোথা থেকে আসছ? কোথায়
যাচ্ছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হিব্রুদের মেয়ে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ তোমাদেরই হাতে
তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১৩ তাই আমি তোমাদের সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নের উপস্থিতিতে
আসতে চাই; এবং বিশ্বাসযোগ্য খবর জানিয়ে তাঁর চোখের সামনে এমন প্রবেশপথ দেখাতে চাই, যা পার হয়ে তিনি
এই সমস্ত পর্বত দখল করতে পারবেন, এমনকি তাঁর একটিমাত্র মানুষও বিনষ্ট হবে না।' ১৪ এই সমস্ত কথা শুনতে

শুনতে ও তাঁর ভঙ্গি বিচার-বিবেচনা করতে করতে তারা আশ্চর্যান্বিতই হল, যেহেতু তাদের চোখে যুদিথকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল; তারা তাঁকে বলল, ১৫ 'এত শীঘ্রই নেমে এসে ও আমাদের প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তুমি আসলে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছ। তবে এবার তাঁর তাঁবুতে এসো; তাঁর হাতে তোমাকে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কয়েকজন তোমার সঙ্গে থেকে পথ চলবে। ১৬ একবার তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে মনে মনে ভয়ে কম্পিত হয়ো না; বরং আমাদের যা কিছু বলেছ তা সবই তাঁকে বল, তবে তিনি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন।' ১৭ তাই নিজেদের মধ্য থেকে তারা একশ'জনকে বেছে নিল, যারা তাঁর ও তাঁর দাসীর পাশে পাশে থেকে অলোফের্নের তাঁবুতে তাঁদের নিয়ে গেল। ১৮ ইতিমধ্যে নানা তাঁবুতে তাঁর আগমনের কথা ছড়িয়ে পড়ায় গোটা শিবিরে বড় ছুটাছুটি হচ্ছিল। অলোফের্নের কাছে যেন তাঁর কথা জানানো হয়, সেই অপেক্ষায় তিনি তখনও তাঁর তাঁবুর বাইরে আছেন, এমন সময় তাঁর চারদিকে লোকের ভিড় জমতে লাগল। ১৯ তারা তাঁর সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হল, ও তাঁর কারণে ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়েও আশ্চর্যান্বিত হল; একে অপরকে বলছিল: 'যে জাতির এর মত নারী আছে, সেই জাতির মানুষকে কে অবজ্ঞা করবে? তাদের একজনকেও রেহাই না দেওয়া ভাল; তাদের কয়েকজনকে যেতে দাও, আর তারা সারা বিশ্বকে ভোলাবে!'

২০ অলোফের্নের রক্ষী-প্রহরী ও তাঁর সকল দাসেরা বেরিয়ে এসে যুদিথকে তাঁবুর ভিতরে আনল। ২১ অলোফের্নে বেগুনি ক্ষোম, সোনা, মরকত ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত এক চাঁদোয়ার নিচে শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ২২ তাঁর কাছে যুদিথের আসার কথা জানানো হলে তিনি প্রবেশস্থানের ঘেরায় বেরিয়ে গেলেন; তাঁর আগে আগে রুপোর মশাল। ২৩ যুদিথ তাঁর সাক্ষাতে ও তাঁর পরিষদদের সাক্ষাতে এগিয়ে এলে সকলে তাঁর মুখের সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হলেন। অলোফের্নেকে প্রণাম করতে যুদিথ উপুড় হলেন, কিন্তু দাসেরা মাটি থেকে তাঁকে উঠিয়ে নিল।

অলোফের্নে ও যুদিথের মধ্যে সাক্ষাৎকার

১১ তখন অলোফের্নে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মেয়ে, শান্ত থাক, তোমার অন্তর ভীত না হোক, কারণ যে কেউ সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্‌নেজারের সেবা করতে রাজি হয়েছে, আমি তার কোন অনিষ্ট করিনি। ২ আর এই পর্বতমালায় বাস করে তোমার সেই জাতি, কৈ, তারা যদি আমাকে অবজ্ঞা না করত, আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনও বর্শা তুলতাম না; তারা নিজেরাই এই সমস্ত কিছু নিজেদের মাথায় ডেকে এনেছে। ৩ যাই হোক, এখন তুমি আমাকে বল কোন্ কারণে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে এসেছ। নিশ্চয় তুমি রক্ষা পেতে এসেছ। আচ্ছা, সাহস ধর: এই রাতে ও পরবর্তীকালেও তুমি বেঁচে থাকবে। ৪ কেউই তোমাকে একটুকু ক্ষতিও করতে পারবে না, বরং সকলে তোমাকে সমস্ত মর্যাদা দেখাবে, ঠিক যেমন আমার প্রভু নেবুকাদ্‌নেজারের দাসদের প্রতি ব্যবহার করা হয়।'

৫ যুদিথ উত্তরে তাঁকে বললেন, 'দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর কথা গ্রহণ করুন! আপনার এই দাসী যেন আপনার সামনে কথা বলতে পারেন। এই রাতে আমি আমার প্রভুর কাছে একটুও মিথ্যা বলব না। ৬ অবশ্য, আপনি আপনার এই দাসীর কথা মেনে নিতে প্রসন্ন হলে ঈশ্বর নিজে আপনার কাজ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাতে আমার প্রভু তাঁর নিজের সঙ্কল্পে ব্যর্থ হবেন না। ৭ সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্‌নেজার চিরজীবী হোন! সমস্ত প্রাণীকে সংস্কার করতে যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতাপ চিরস্থায়ী হোক! কেননা আপনার মধ্য দিয়ে কেবল মানুষ যে তাঁর সেবা করে এমন নয়, বন্য পশু, মেষ ও বৃষের পাল, ও আকাশের পাখিও আপনার শক্তি গুণে নেবুকাদ্‌নেজারের ও তাঁর কুলের সম্মানার্থে বেঁচে থাকবে!

৮ হ্যাঁ, আমরা আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও আপনার সূক্ষ্ম মনের খ্যাতি শুনতে পেয়েছি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কথা সুস্পষ্ট যে, আপনিই সমগ্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, জ্ঞানে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, যুদ্ধ-সংগ্রামের ব্যাপারে অপরূপ! ৯ আপনার মন্ত্রণাসভায় আকিওর তার বক্তৃতায় যা বলল, সেই কথাও আমরা শুনতে পেয়েছি, কারণ বেথুলিয়ার লোকেরা তাকে রেহাই দিল আর সে আপনার সাক্ষাতে যা বলেছিল, তা তাদের কাছে প্রকাশ করল। ১০ সুতরাং, হে প্রভু মহারাজ, আপনি তার সেই কথা অবহেলা করবেন না, বরং তা ভাল করে মনে রাখবেন, কেননা সেই সমস্ত কথা সত্য: হ্যাঁ, তার আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করে থাকলে, আমাদের জনগণ শাস্তি পাবে না, তার উপরে খড়্গও জয়ী হবে না। ১১ এখন, যেন আমার প্রভু আশাভ্রষ্ট ও শূন্যহাত না হয়ে পড়েন, এজন্য তিনি একথা জেনে নিন যে, তাদের উপর মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়বেই, কেননা পাপ তাদের ধরে ফেলেছে, আর তারা যতবার পাপ করে, ততবার সেই পাপ তাদের ঈশ্বরের ক্রোধ জাগায়। ১২ তাদের খাদ্য-সামগ্রীর অভাব হয়েছে ও সমস্ত জল ফুরিয়ে গেছে বিধায় তারা স্থির করেছে, পশুদের উপরেই নির্ভর করবে, এবং সিদ্ধান্ত করেছে, যা কিছু ঈশ্বর বিধির জোরেই তাদের খেতে নিষেধ করেছেন, তারা ঠিক তাই ভোগ করবে। ১৩ এমনকি, তারা এতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ আছে যে, যে যাজকেরা যেরুসালেমে থাকে ও আমাদের ঈশ্বরের সেবায় সেবাকর্ম সম্পাদন করে, তাদের পবিত্র অধিকার বলে তারা যে গমের প্রথমফসল ও আঙুররস ও তেলের দশমাংশ পৃথক করে রাখছিল—আর তা এমন কিছু, যা জনগণের কারও পক্ষে হাতে স্পর্শ করাও বিধেয় নয়—সেই সমস্ত খেয়ে শেষ করবে। ১৪ এই মর্মে তারা যেরুসালেমে দূত পাঠিয়েছে—সেখানকার লোকেরাও তেমনি করছে!—যেন প্রবীণবর্গের মন্ত্রণাসভার পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে আসে। ১৫ আর তখন এমনটি ঘটবে যে, তারা উত্তর পেয়ে যখন তা কার্যকর করবে, তখনই, ঠিক সেই দিনেই, তাদের সর্বনাশের জন্য তাদের আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

১৬ এজন্য আপনার দাসী যে আমি, এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন হয়ে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। ঈশ্বর
আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনার সঙ্গে এমন মহাকর্ম সাধন করি, যার কথা শুনে সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হবে।
১৭ আপনার এই দাসী ধর্মপরায়ণা ; সে দিনরাত কেবল স্বর্গেশ্বরেরই সেবা করে চলে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই : প্রভু
আমার, আমি আপনার সঙ্গে থাকব, কিন্তু আপনার দাসী রাতে বের হয়ে উপত্যকায় যাবে : আমি আমার ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করব, আর তিনি আমাকে জানাবেন কখন তারা তাদের পাপ করে ফেলেছে। ১৮ তখন আমি এসে
কথাটা আপনাকে জানাব, আর আপনি গোটা সৈন্যসামন্ত সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়বেন : তারা কেউই আপনার সামনে
দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। ১৯ আমি আপনাকে যুদেয়ার মধ্য দিয়ে পথ দেখাব, যে পর্যন্ত যেরুসালেমের সামনে এসে
পৌঁছে তার মধ্যে আপনার সিংহাসন নিজেই বসাব। আর তখন আপনি তাদের সহজে নিয়ে যাবেন, হ্যাঁ,
রাখালবিহীন পালের মতই তাদের নিয়ে যাবেন : একটা কুকুরও আপনার বিরুদ্ধে দাঁত দেখিয়ে ডাকবে না। এই সমস্ত
কথা পূর্বজ্ঞান দ্বারাই আমাকে বলা হয়েছে, এই সমস্ত কিছুর সংবাদ আমাকে আগে থেকেই দেওয়া হয়েছে, আর
আপনার কাছে তা জানাবার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।'
২০ যুদিথের কথায় অলোফের্নে ও তাঁর অধিনায়কেরা প্রীত হলেন ; তারা সকলে তাঁর প্রজ্ঞায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে
বলল, ২১ 'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন আর কোন নারী নেই যে এর মত চেহারায় সুন্দরী ও
কথায় বুদ্ধিমতী।' ২২ অলোফের্নে তাঁকে বললেন, 'তোমার জাতির আগে আগে তোমাকে পাঠিয়ে ঈশ্বর উত্তম ব্যবস্থা
করেছেন, ফলে আমাদের হাতে থাকবে প্রতাপ, আর যারা আমার প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের হবে সর্বনাশ !'
২৩ তুমি চেহারায় যেমন সুন্দরী, কথায় তেমনি বুদ্ধিমতী। তুমি যা বলেছ, যদি সেইমত কর, তবে তোমার ঈশ্বর হবেন
আমার আপন ঈশ্বর, তুমি নেবুকাদ্‌নেজার রাজার প্রাসাদে আসন পাবে, ও সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার সুনাম হবে।'
১২ তিনি আদেশ করলেন যেন যুদিথকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি যেখানে তাঁর সমস্ত রুপোর থালা-বাতির
ব্যবস্থা করিয়েছিলেন ; এই হুকুমও দিলেন, যেন যুদিথের জন্য তাঁর নিজের জন্য রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হয়
ও তাঁর নিজের আঙুররস তাঁকে দেওয়া হয়। ২ কিন্তু যুদিথ বললেন, 'পাছে আমার কোন কলুষ হয়, আমি এই সমস্ত
খাদ্য স্পর্শ করব না ; সঙ্গে যা নিয়ে এসেছি, তা আমাকে পরিবেশন করা হোক।' ৩ অলোফের্নে তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'ধর, সঙ্গে তোমার যা আছে, তা ফুরিয়ে গেলে আমরা কেমন করে একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারব ?
আমাদের মধ্যে তো তোমার জাতির কোন মানুষ নেই।' ৪ কিন্তু যুদিথ উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, আপনার প্রাণের
দিব্যি ! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, প্রভু যা নির্ধারণ করেছেন, তিনি আমার হাত দ্বারা তা সম্পন্ন করার আগে
আপনার দাসী এই আমি, আমার সঙ্গে যে খাদ্য-ব্যবস্থা আছে, তা শেষ করব না।' ৫ তাই অলোফের্নের দাসেরা
যুদিথকে তাঁবুতে নিয়ে গেল ; তিনি মাঝরাত পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন, এবং ভোর-প্রহরের সময়ে উঠলেন।
৬ অলোফের্নেকে তিনি এই কথা আগে থেকেই বলে পাঠিয়েছিলেন, 'আমার প্রভু আদেশ দিন, যেন আপনার দাসীকে
প্রার্থনার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয়।' ৭ অলোফের্নে তাঁর রক্ষী প্রহরীকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন যুদিথকে বাধা না
দেওয়া হয়। এইভাবে যুদিথ শিবিরে তিন দিন থাকলেন ; বেথুলিয়ার নিচে যে উপত্যকা রয়েছে, তিনি রাতের বেলায়
বেরিয়ে সেখানে যেতেন, এবং প্রহরী দলের এলাকায় জলের উৎসে স্নান করতেন। ৮ একবার স্নান করে তিনি
ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন তাঁর আপন জাতির উদ্ধারের পথে তিনি তাঁকে সুচালিত করেন।
৯ আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সমাধা করে তিনি ফিরে আসতেন এবং ততক্ষণ তাঁর নিজের তাঁবুতে থাকতেন, যতক্ষণ না সন্ধ্যার
দিকে তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত।

অলোফের্নের ভোজসভা

১০ তখন এমনটি ঘটল যে, চতুর্থ দিনে অলোফের্নে তাঁর প্রধান অধিনায়কদের জন্য ভোজের আয়োজন করালেন,
অন্য কোন অধিনায়ককে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না। ১১ তাঁর সমস্ত বিষয়ের ভার যার হাতে ছিল, তাঁর সেই কঞ্চুকী
বাগোয়াসকে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে যে হিব্রু মেয়ে রয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া
করতে নিমন্ত্রণ কর ; ১২ কেননা তার সাহচর্য ভোগ না করে তেমন মেয়েকে যেতে দেওয়া আমাদের কোন মতে মানায়
না। আমরা তাকে ভোলাতে না পারলে সে আমাদের উপহাস করবে !' ১৩ অলোফের্নের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
বাগোয়াস যুদিথকে গিয়ে বলল, 'আমার প্রভুর কাছে এসে তাঁর উপস্থিতিতে মর্যাদা পেতে, ও আমাদের সঙ্গে ফুর্তি
করে আঙুররস খেতে, এমনকি নেবুকাদ্‌নেজারের প্রাসাদে যত আসিরীয় মেয়ে রয়েছে, আজ তাদেরই মত হতে যেন
এই সুন্দরী মেয়ে কোন অসুবিধা বোধ না করে।' ১৪ যুদিথ তাকে উত্তর দিলেন, 'আমি কে যে আমার প্রভুর কথায়
বিমত প্রকাশ করার সাহস করব ? তাঁর দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক, আমি তৎপর হয়েই তা পালন করব, এমনকি
আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তেমন কাজ আমার আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে !' ১৫ তখনই উঠে তিনি তাঁর পোশাক ও
নারীযোগ্য অন্য যত অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করলেন ; ইতিমধ্যে তাঁর দাসী তাঁর আগে আগে গিয়ে,
বাগোয়াসের কাছ থেকে যুদিথের দৈনিক ব্যবহারের জন্য যে যে গালিচা পেয়েছিল, সেগুলোকে অলোফের্নের সামনে
যুদিথের জন্য পেতে দিয়েছিল, তিনি যেন সেগুলোর উপরে বসে খেতে পারেন। ১৬ যুদিথ প্রবেশ করে আসন গ্রহণ
করলেন। তেমন দৃশ্যে অলোফের্নে অন্তরে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, তাঁর প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল, তাঁর সঙ্গে
মিলিত হওয়ার তাঁর প্রবল আকর্ষণ হল। আসলে তিনি যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁকে
ভোলাবার সুযোগ খোঁজ করছিলেন। ১৭ অলোফের্নে তাঁকে বললেন, 'পান কর, আমাদের সঙ্গে ফুর্তি কর !' ১৮ যুদিথ

উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, পান করব, কারণ আমার জন্মদিন থেকে আমি আজকের চেয়ে কখনও আমার জীবনকে
এতই সুখময় অনুভব করিনি।’ ১৯ তাঁর দাসী তাঁর জন্য যা রান্না করেছিল, তিনি তাঁর সামনে তা খেতে ও পান করতে
লাগলেন। ২০ অলোফের্নে তাঁর উপস্থিতিতে বিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং এমন পরিমাণ আঙুররস পান করলেন যে,
যেদিন থেকে এই জগতে ছিলেন, ততদিনের মধ্যে তিনি তেমন পরিমাণ আঙুররস একটামাত্র দিনেও কখনও পান
করেননি।
১৩ অন্ধকার নেমে এলে তাঁর অধিনায়কেরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাগোয়াস বাইরে থেকে তাঁবু বন্ধ করে তাঁর প্রভুর
দৃষ্টি থেকে প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিল; এক একজন সকলে নিজ নিজ বিছানায় গেল, কেননা সকলে শক্তিহীন হয়ে
পড়েছিল, যেহেতু অতিরিক্ত আঙুররস পান করেছিল। ২ তাঁবুতে রইলেন কেবল যুদিথ আর বিছানায় শুয়ে পড়া
অলোফের্নে—তাঁর গায়ে ও তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়া যত আঙুররস! ৩ তখন যুদিথ দাসীকে আদেশ করলেন, যেন
সে তাঁর নিজের শোয়ার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, যেমনটি প্রত্যেক দিন করেছিল;
তিনি এই কথা বলে দিয়েছিলেন, তিনি নাকি প্রার্থনার জন্যই বেরিয়ে যাবেন; বাগোয়াসকেও একই কথা বলে
দিয়েছিলেন।
৪ সেসময় সকলেই তাঁদের সামনে থেকে দূরে সরে গেছিল; শোয়ার ঘরে ছোট-বড় কেউই থেকে যায়নি; তখন
যুদিথ অলোফের্নের বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন, ‘হে প্রভু, হে সমস্ত পরাক্রমের ঈশ্বর, আমার
হাত যা করতে যাচ্ছে, যেরুসালেমের মহত্তর গৌরবের জন্য তুমি এখন তা সফল কর। ৫ এখন তো তোমার আপন
উত্তরাধিকার উদ্ধারের চিন্তা করার সময়! যারা আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এখন তো সেই শত্রুদের বিনাশের
জন্য আমার পরিকল্পনা সফল করার সময়!’ ৬ অলোফের্নের মাথার দিকে খাটের যে স্তম্ভ ছিল, তার কাছে এগিয়ে
এসে যুদিথ সেখানে ঝোলা তাঁর তলোয়ার খুলে নিলেন, ৭ এবং খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বলে
উঠলেন, ‘হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু, এদিনে আমাকে শক্তি দাও!’ ৮ এবং যথাশক্তি তাঁর গলায় দু’বার আঘাত
হেনে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন। ৯ তারপর তাঁর দেহ বিছানা থেকে নিচে ঠেলে দিলেন ও ছতরি থেকে চাঁদোয়া ছিঁড়ে
ফেললেন। তাই করে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দাসীর হাতে অলোফের্নের মাথা তুলে দিলেন, ১০ আর দাসী মাথাটা
খাদ্য-সামগ্রীর থলিতে রাখল। তাঁরা দু’জনে প্রথামত প্রার্থনার জন্য একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন; শিবিরের মধ্য দিয়ে
গিয়ে তাঁরা গিরিখাত ঘেসে বেথুলিয়ার দিকে পর্বতে গিয়ে উঠে নগরদ্বারে এসে পৌঁছলেন।

বেথুলিয়ায় যুদিথের প্রত্যাগমন

১১ দূর থেকে যুদিথ নগরদ্বারের প্রহরী দলকে উদ্দেশ করে জোর গলায় বললেন, ‘খুলে দাও, নগরদ্বার খুলে
দাও: ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন! তিনি এখনও ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর শক্তি ও শত্রুদের
বিরুদ্ধে তাঁর প্রতাপ দেখাবেন, যেমনটি আজ প্রমাণ করেছেন।’ ১২ শহরবাসীরা তাঁর গলা শোনামাত্র নগরদ্বারের
দিকে ছুটে গেল ও প্রবীণবর্গকে ডাকল। ১৩ ছোট-বড় সকলেই ছুটে এল, কারণ তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিতই ছিল;
নগরদ্বার খুলে দিয়ে তারা সেই দু’জনকে ভিতরে গ্রহণ করল, এবং আলো পাবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের
চারপাশে জড় হল। ১৪ যুদিথ জোর গলায় তাদের বললেন: ‘ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের
প্রশংসা কর, কারণ তিনি ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি, বরং এই রাতে আমার হাত দ্বারা আমাদের
শত্রুদের আঘাত করলেন।’ ১৫ থলি থেকে মাথাটা বের করে তিনি তা সকলের দৃষ্টিগোচরে তুলে ধরলেন; বললেন,
‘এই যে আসিরিয়ার সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নের মাথা! এই যে সেই চাঁদোয়া, যার নিচে মাতাল
অবস্থায় সে শুয়ে পড়ছিল। ঈশ্বর একটি নারীর হাত দ্বারাই তাকে আঘাত করলেন। ১৬ ঈশ্বরের জয়! তিনিই আমার
এই কাজে আমাকে রক্ষা করেছেন; কেননা আমার মুখমণ্ডল তাকে ভোলালে সে নিজের সর্বনাশ ঘটাল, কিন্তু আমার
সঙ্গে এমন কোন অন্যায় করতে পারেনি, যা আমার কলুষ ও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।’
১৭ আবেগের আতিশয্যে গোটা জনগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করল; তারা একসুরে বলে উঠল, ‘হে
আমাদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমিই আজ তোমার আপন জনগণের শত্রুদের পরাস্ত করেছ।’ ১৮ উজ্জিয়া তখন
যুদিথকে বললেন, ‘পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে, পরাৎপর পরমেশ্বরের সম্মুখে, হে কন্যা, তুমিই ধন্যা; আর
আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি, সেই পরমেশ্বর প্রভুও ধন্য! তিনিই তো আমাদের শত্রুদের নেতার মাথা কেটে দিতে
আজ তোমাকে চালিত করেছেন। ১৯ সত্যিই, যে সাহস তুমি দেখিয়েছ, তা মানব-হৃদয় থেকে কখনও অতীত হবে
না; তারা চিরকালের মত ঈশ্বরের শক্তির কথা স্মরণ করবে। ২০ ঈশ্বর এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমার এই মহাকীর্তির
জন্য তুমি যেন নিত্যই মহিমার পাত্রী হতে পার; প্রতিদানে তিনি তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করুন, কারণ
আমাদের জাতির অবনতির দিনে তুমি তৎপরতার সঙ্গে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছ, এবং আমাদের ঈশ্বরের সামনে
ন্যায় পথে চলে আমাদের অবমাননা থেকে আমাদের উত্তোলন করেছ।’ গোটা জনগণ তখন বলে উঠল, ‘আমেন,
আমেন!’

ইহুদীদের জয়লাভ

১৪ যুদিথ তাদের বললেন, ‘ভাই সকল, এখন আমার কথা শোন: তোমরা এই মাথা তুলে নিয়ে তোমাদের
নগরপ্রাচীরের প্রাকারে টাঙিয়ে দাও। ২ পরে অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না ভোরের আলো আসে ও পৃথিবীর উপরে সূর্য

উদিত হয়; তখনই তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র ধারণ কর এবং উপযুক্ত যত মানুষ শহর থেকে বেরিয়ে পড়ুক।
পরে এমনটি দেখাও, তোমরা যেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আসিরীয়দের প্রথম প্রহরী দলের বিরুদ্ধে
সমভূমিতে নামতে চাও, কিন্তু তোমরা আসলে নেমে যাবে না। ৩ তারা যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে আসিরীয় সেনানায়কদের
ঘুম থেকে জাগাবার জন্য শিবিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটবে; পরে সকলে মিলে অলোফের্নের তাঁবুর সামনে একত্র
হবে, কিন্তু তাকে না পাওয়ায় আতঙ্কে অভিভূত হয়ে তোমাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাবে। ৪ তখন তোমরা ও
ইস্রায়েল অঞ্চলে যত লোক বাস করে, সকলেই তাদের ধাওয়া কর ও তারা পালিয়ে যেতে যেতে তাদের বধ কর।
৫ কিন্তু এসব কিছু করার আগে তোমরা আম্মোনীয় আকিওরকে আমার কাছে এখানে ডাকিয়ে আন, যেন তিনি
এসে তাকেই দেখতে ও চিনতে পারেন, ইস্রায়েলকুলকে যে তুচ্ছ করেছে ও বিনাশ-মানতের বস্তুর মত তাঁকে
আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছে।' ৬ তারা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জিয়ার বাড়ি থেকে আকিওরকে ডাকিয়ে আনল, আর তিনি যেইমাত্র
এলেন ও সমবেত জনতার মধ্যে একজন লোকের হাতে অলোফের্নের মাথা দেখতে পেলেন কেমন যেন মূর্ছায়ই
মাটিতে পড়লেন। ৭ তাঁকে ওঠানোর পর তিনি যুদিথের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করে বলে
উঠলেন, 'যুদার সমস্ত শিবিরের মধ্যে ও সর্বজাতির মধ্যে তুমি ধন্যা! যে কেউ তোমার নাম শুনবে, তারা সকলে
আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। ৮ কিন্তু এই দিনগুলিতে তুমি যা কিছু করেছ, তা এখন আমাকে জানিয়ে বল।' যেদিন থেকে
তিনি রওনা হয়েছিলেন, এখন, কথা বলার এই ক্ষণ পর্যন্ত, যা কিছু করেছিলেন, যুদিথ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর
কাছে সেই সবকিছু বর্ণনা করলেন। ৯ তাঁর কথা বলা শেষে জনগণ এমন আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ল যে, নগরী
তাদের হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হল। ১০ তখন আকিওর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন, তা দেখে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস
স্থাপন করলেন, ও পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে সবসময়ের মত ইস্রায়েলকুলের অন্তর্ভুক্ত হলেন।
১১ ভোর হতে না হতেই তারা অলোফের্নের মাথা নগরপ্রাচীরের উপরে টাঙিয়ে দিল; প্রতিটি পুরুষ নিজ নিজ
অস্ত্র ধরে দলে দলে করে পর্বতের নানা পথ দিয়ে নামতে লাগল। ১২ তাদের দেখামাত্র আসিরীয়েরা নিজেদের
নেতাদের সন্ধানে গেল, আর এরা সেনাপতিদের, সহস্রপতিদের ও তাদের সকল অধিনায়কদের কাছে ছুটে গেল,
১৩ আর তাঁরা অলোফের্নের তাঁবুর সামনে একত্র হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীকে বললেন, 'আমাদের প্রভুকে ঘুম থেকে
জাগিয়ে তোল, কেননা সেই ক্রীতদাসেরা তাদের নিজেদের সর্বনাশে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পর্বত
থেকে নামতে দুঃসাহস করেছে!' ১৪ বাগোয়াস ভিতরে গিয়ে তাঁবুর পরদায় করাঘাত করল, কেননা সে মনে করছিল,
অলোফের্নে যুদিথের সঙ্গে ঘুমোচ্ছেন। ১৫ কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছিল না বলে সে পরদা খুলে শোয়ার ঘরে ঢুকে তাঁকে
মৃত অবস্থায় কচ্ছপ-আকৃতির চৌকিটার উপরে ফেলানো পেল—আর লাশটা মাথা-ছিন্ন! ১৬ সে জোরে এক চিৎকার
দিল, কাঁদল, হাহাকার করল, চেঁচাল, নিজের পোশাক ছিঁড়ল; ১৭ পরে যুদিথের যে তাঁবুতে থাকার কথা, সেখানে ছুটে
গেল, কিন্তু সেখানেও তাঁর উদ্দেশ পেল না; তখন বাইরে ছুটে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল,
১৮ 'সেই ক্রীতদাসেরা আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে! একটামাত্র হিব্রু মেয়ে রাজা নেবুকাদ্‌নেজারের কুলের উপরে
লজ্জা ফেলেছে! এই যে, অলোফের্নে মাটিতে পড়ে আছেন, তাঁর আর মাথা নেই দেহে!' ১৯ আসিরীয় নেতারা একথা
শোনামাত্র জামা ছিঁড়ল, তাদের প্রাণ ভীষণভাবে আলোড়িত হল। শিবিরের মধ্যে তাদের চিৎকার ও তীব্র হাহাকার
ধ্বনিত হতে লাগল।
১৫ তাঁবুতে তাঁবুতে যারা তখনও ছিল, তারা ঘটনাটার কথা জানতে পেরে বিহ্বল হয়ে পড়ল; ২ তারা আতঙ্কে
অভিভূত হল, এমন কেউ নেই যে তার প্রতিবেশীর সামনে দাঁড়াবে, বরং সকলে মিলে সমভূমির যত পথে ও পর্বতে
পর্বতে পালাতে লাগল। ৩ বেথুলিয়ার চারদিকে যারা পর্বতে পর্বতে শিবির বসিয়েছিল, তারাও পালাচ্ছিল। এসময়ে
ইস্রায়েল সন্তানেরা, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা অস্ত্র ধারণ করতে উপযুক্ত, তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৪ উজ্জিয়া
সঙ্গে সঙ্গে বেতোমাস্থাইমে, বেবাইতে, খোবায়, খোলায়, ও ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে দূত পাঠিয়ে ঘটনাটার সংবাদ
দিলেন এবং সকলকে আহ্বান করলেন, যেন তারা শত্রুদের উপরে নেমে পড়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে। ৫ কথাটা
শোনামাত্র ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে সুসংবদ্ধ হয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খোবা পর্যন্ত সারা পথ ধরেই
তাদের খন্ড-বিখন্ড করল। যেরুসালেমের ও পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে নামল, কেননা তাদের শত্রুদের
শিবিরে যে কী ঘটেছিল, তা তাদেরও জানানো হয়েছিল। যারা গিলেয়াদে ও গালিলেয়ায় বাস করত, তারা পিছন
থেকে তাদের আক্রমণ করে নিদারুণ আঘাতে আঘাত করল যেপর্যন্ত দামাস্কাস ও তার এলাকায় গিয়ে না পৌঁছল।
৬ বেথুলিয়ার বাকি শহরবাসীরা আসিরীয়দের শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু লুটপাট করে বিপুল ধন জমাল।
৭ মহাসংহার থেকে ফিরে আসা ইস্রায়েল সন্তানেরা বাকি সমস্ত কিছু কেড়ে নিল, পর্বত ও সমভূমির সমস্ত লোকালয় ও
গ্রামগুলিও বিরাট লুটের মালের অধিকারী হল, কেননা লুটের মাল রাশি রাশি ছিল।

যুদিথের ধন্যবাদগীতি

৮ প্রধান যাজক যোয়াকিম ও ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের মন্ত্রণাসভা—তাঁরা যেরুসালেমে বাস করছিলেন—
সেই সমস্ত উপকার দেখতে এলেন, যা প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে সাধন করেছিলেন; তাঁরা যুদিথকে দেখবার জন্য ও
তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যও এলেন। ৯ তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁরা সকলে মিলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; তাঁকে
উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি যেরুসালেমের গৌরব, তুমি ইস্রায়েলের মহাগর্ব, তুমি আমাদের জাতির দীপ্তিময় সম্মান।
১০ নিজেরই হাতে এই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করে তুমি ইস্রায়েলের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করেছ: তোমার এই কাজে

ঈশ্বর প্রীত। চিরকাল ধরে তুমি যেন সর্বশক্তিমান প্রভুর আশিসের পাত্রী হও!' আর গোটা জনগণ বলে উঠল, 'আমেন!'
১১ গোটা জনগণ ত্রিশ দিন ধরে শিবিরে লুটপাট করে চলল। যুদিথকে তারা অলোফের্নের তাঁবু, সমস্ত রুপো, সমস্ত শয্যা, পানপাত্র ও যাবতীয় পাত্রগুলি দান করল; তিনি এই সমস্ত কিছু কুড়িয়ে নিয়ে নিজের খচ্চরীর পিঠে চাপাতে লাগলেন, পরে গাড়িতে বলদ লাগিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জমিয়ে রাখলেন।
১২ ইস্রায়েলের সকল স্ত্রীলোক তাঁকে দেখবার জন্য ছুটাছুটি করে এসে তাঁর সম্মানার্থে গান করতে করতে দলে দলে নাচতে লাগল। তিনি আঙুরলতার নানা পাতা হাতে নিয়ে তা তাঁর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন;
১৩ আর তাদের সঙ্গে নিজেও জলপাইগাছের শাখা দিয়ে মাথা ভূষিত করলেন। পরে শোভাযাত্রার মাথায় গিয়ে—সকল স্ত্রীলোক নাচতে নাচতে—তাদের চালনা করতে লাগলেন, এবং ইস্রায়েলের সকল পুরুষলোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মালা বইতে বইতে পিছু পিছু এগিয়ে আসছিল; তাদের ওষ্ঠে স্তুতিগান ধ্বনিত হচ্ছিল।
১৪ তখন যুদিথ গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে এই ধন্যবাদগীতি শুরু করে দিলেন, আর গোটা জনগণ এই স্তুতিগানে জোর গলায় যোগ দিল;

১৬ যুদিথ গেয়ে উঠলেন:
'খঞ্জনির সুরে আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গেয়ে ওঠ গান,
কর্‌তালের তালে তালে প্রভুর উদ্দেশে গাও সামগান,
তাঁর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল স্তবগান, প্রশংসাগান,
তাঁর নামকীর্তন কর, কর সেই নাম!
২ কারণ প্রভু যুদ্ধবিনাশী ঈশ্বর,
তিনি তাঁর আপন জনগণের মধ্যেই নিজের শিবির স্থাপন করেন,
যেন আমার অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন।
৩ উত্তর থেকে, পর্বতমালা থেকে আসিরিয়া নেমে এল,
তার সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সঙ্গে করে সে নেমে এল,
তার সংখ্যা রোধ করল যত খাদনদীর গতি,
তার ঘোড়া ঢেকে দিল উপপর্বত সকল।
৪ সে এমন হুমকি দিল যে, আমার দেশ পুড়িয়ে দেবে,
খড়্গের আঘাতে আমার যুবকদের ছিন্ন করবে,
আমার দুধ-খাওয়া শিশুদের মাটিতে আছাড় মারবে,
আমার ছোটদের লুণ্ঠিত সম্পদরূপে কেড়ে নেবে,
আমার কুমারীদের ছিনিয়ে নেবে।
৫ সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করলেন
—নারীরই হাত দ্বারা!
৬ কেননা যুবকদের হাত দ্বারাই পড়ল তাদের বীর, তেমন নয়,
শক্তি-দেবের সন্তানেরাই তাকে আঘাত করল, তেমনও নয়,
দীর্ঘকায় যোদ্ধারাই তাকে ভূপাতিত করল, তেমনও নয়,
মেরারির কন্যা যুদিথই বরং
তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে তাকে নিরস্ত্র করলেন।
৭ তিনি বিধবা-সজ্জা ত্যাগ করলেন
ইস্রায়েলে অত্যাচারিত সকলকে আরাম দেবার জন্য;
মুখে তিনি সুগন্ধি মাখলেন,
৮ চুল কিরীটে ভূষিত করলেন,
তাকে ভোলাবার জন্য ক্ষোম-পোশাক পরিধান করলেন।
৯ তাঁর জুতো কেড়ে নিল তার চোখ,
তাঁর সৌন্দর্য আঁকড়ে ধরল তার প্রাণ,
আর তলোয়ার ছিন্ন করল তার গলা!
১০ পারসিক সকলে তাঁর সাহসে শিহরে উঠল,
মেদীয় সকলে তাঁর বলে রোমাঞ্চিত হল।
১১ আমার দীনজনেরা তুলল রণ-নিনাদ,
আর ওরা ভীত হল;
আমার দুর্বলেরা জাগিয়ে তুলল চিৎকার,
আর ওরা বিহ্বল হল;
আমার আপনজনেরা তীব্র চিৎকার তুললেই ওরা পালাতে লাগল।

১২ তারা ওদের বিঁধিয়ে দিল যেন ছোট মেয়েদেরই মত,
ওদের বিদ্ধ করল যেন যুদ্ধে পলাতকেরই মত ;
আমার প্রভুর সৈন্য-শ্রেণীর চাপে ওরা মারা পড়ল।
১৩ আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গাইব নতুন স্তবগান ;
হে প্রভু, তুমি মহান, তুমি গৌরবময়,
তুমি শক্তিতে আশ্চর্যময়, তুমি অপরাজেয়।
১৪ তোমার নিখিল সৃষ্টি করুক তোমার সেবা,
কারণ তুমি কথা বলতেই সবকিছু হল,
তুমি তোমার আত্মা পাঠাতেই সবকিছু গড়ে উঠল,
তোমার কণ্ঠস্বরের সামনে দাঁড়াবে, এমন কেউ নেই।
১৫ জলরাশির সঙ্গে পাহাড়পর্বতের ভিত্তিভূমি হবে কম্পান্বিত,
তোমার সম্মুখে শৈলরাজি মোমের মত হবে বিগলিত ;
কিন্তু যারা ভয় করে তোমায়,
তাদের প্রতি তুমি নিত্যই প্রসন্ন থাকবে।
১৬ সুরভিত বলি, তা সামান্য জিনিস,
আহুতিতে তোমার উদ্দেশে দগ্ধ চর্বিও ন্যূনতামাত্র ;
কিন্তু যে কেউ প্রভুকে করে ভয়, সে নিত্যই মহান !
১৭ ধিক্ সেই জাতিগুলিকে, যারা আমার জনগণের বিরুদ্ধে ওঠে !
বিচারের দিনে সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের শাস্তি দেবেন ;
তাদের দেহে তিনি ঢোকাবেন আগুন ও কীট,
আর তারা যন্ত্রণায় কাঁদবে চিরকাল।'

১৮ যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে তারা প্রভুর কাছে প্রণিপাত করল, এবং জনগণ শুচীকৃত হওয়ার পর তারা তাদের
আহুতিবলি ও স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করল। ১৯ লোকে যুদিথকে যা কিছু দান করেছিল, অলোফের্নের সেই
সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী, এবং অলোফের্নের শয্যা থেকে তিনি নিজে যে চাঁদোয়া ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, তাও ঈশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন। ২০ লোকেরা তিন মাস ধরে যেরুসালেমে পবিত্রধামের কাছে আনন্দ-ফুর্তি
করতে থাকল, আর যুদিথও তাদের সঙ্গে থাকলেন।

যুদিথের মৃত্যু

২১ এই সমস্ত দিন পর প্রত্যেকে যে যার এলাকায় ফিরে গেল ; যুদিথ বেথুলিয়ায় ফিরে গিয়ে তাঁর নিজের সম্পদে
বাস করলেন ; তাঁর জীবনকালে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। ২২ অনেকে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল, কিন্তু
যেদিন তাঁর স্বামী মানাসে প্রাণত্যাগ করে তাঁর জনগণের সঙ্গে মিলিত হলেন, সেদিন থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দিন
ধরে তিনি কোন পুরুষকে কাছে আসতে দিলেন না। ২৩ স্বামীর বাড়িতে থাকতে তাঁর বয়স বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে
তাঁর সুনামও উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পড়ল ; তিনি একশ' পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলেন ; তাঁর সেই প্রিয়া দাসীকে তিনি
মুক্ত করে দিলেন, পরে বেথুলিয়ায় তাঁর মৃত্যু হল, তাঁকে তাঁর স্বামী মানাসের সমাধিগুহাতে সমাধি দেওয়া হল।
২৪ ইস্রায়েলকুল তাঁর জন্য সাত দিন শোকপালন করল। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর স্বামী
মানাসের আত্মীয়দের মধ্যে ও নিজের আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিয়েছিলেন। ২৫ যুদিথের জীবনকালে ও তাঁর
মৃত্যুর পরে বহুদিন ধরেও আর কেউই ইস্রায়েল সন্তানদের ভয় দেখাল না।